সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি
খুররম মুরাদ

অমুসলিম দাওয়াহ

অনুবাদ
মোসলেহ ফারাদী

অমুসলিম দাওয়াহ

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দাওয়াতি কাজে
দাঈর প্রস্তুতি ও নির্দেশিকা

সম্পাদনা	মুবারক আবু সুফিয়ান
বানান সংশোধন	[illegible]
প্রচ্ছদ	আবদুল্লাহ ইকবাল
মুদ্রণ	[illegible] প্রিন্টিং প্রেস
প্রকাশনা ক্রম	০৭

অমুসলিম দাওয়াহ

সাইয়েদ আবু হাসান আলী নদভি

খুররম জাহ মুরাদ

অনুবাদ

মোসলেহ ফারাদী

প্রচ্ছদ
প্রকাশন

অমুসলিম দাওয়াহ

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি
খুররম জাহ্ মুরাদ

অনুবাদ : মোসলেহ ফারাদী

প্রচ্ছদ প্রকাশন
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
০১৩১৫-৩৭৩০২৫, ০১৭২৪-৫৩৮৫৯০
www.prossodprokashon.com

১ম সংস্করণ
১ম মুদ্রণ : নভেম্বর, ২০১৯
২য় মুদ্রণ : অক্টোবর, ২০২১

২য় সংস্করণ
৩য় মুদ্রণ : মে, ২০২৫

মূল্য : ১০০/- (একশত টাকা)

OMUSLIM DAWAH
by Sayyed Abul Hasan Ali Nadwi
& Khurram Murad
Translated by Musleh Faradhi
Published by Prossod Prokashon
ISBN: 978-984-94357-5-4

প্রকাশকের কথা

মুসলিমরা মিশনারি জাতি। সমগ্র মানবতার কল্যাণে মুসলিম উম্মাহকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে—তারা মানবতাকে সত্যের পথ দেখাবে এবং অসত্য থেকে সতর্ক করবে। এ দায়িত্ব পালনে ইসলামের বার্তা নিয়ে দাঈরা দেশের পর দেশ আলোকিত করেছেন। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মুসলিমদের দাওয়াতি তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। বিংশ শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে জাগরণের ঢেউ উঠলেও দাওয়াহ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকে কেবল মুসলিমদের মধ্যেই। অমুসলিম জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের শাশ্বত বাণী পৌঁছানোর তেমন উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। বিচ্ছিন্নভাবে অল্পবিস্তর কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু তাতেও যোগ্যতা ও আন্তরিকতার ঘাটতি ছিল প্রকট। অথচ হিদায়াতের যে নিয়ামতে আমরা ধন্য হয়েছি, তা হিদায়াতবঞ্চিত প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছানো আমাদের দায়িত্ব।

দাওয়াহ একটি অনুভূতি! দাওয়াহ একটি প্রেরণা! দাওয়াহ মুমিনজীবনের অপরিহার্য অংশ। সে অনুভূতি, প্রেরণা ও চেতনাকে শাণিত করতে বিখ্যাত দাঈ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি ও উসতায খুররম মুরাদের নির্দেশনা-সংবলিত *অমুসলিম দাওয়াহ* পুস্তিকাটি সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি রহ.-এর একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ এবং উসতায খুররম মুরাদ রহ.-এর একটি ছোট্ট পুস্তিকাকে সমন্বিত করে বাংলাভাষী পাঠকদের জন্য অনুবাদ করেছেন মোসলেহ ফারাদী। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মরহুম লেখকদ্বয় ও অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দিন। মুসলিম মানসে দাওয়াতি প্রেরণা সঞ্জীবনে পুস্তিকাটি যদি ক্ষুদ্র পরিমাণও অবদান রাখে, তবেই আমাদের উদ্যোগ সার্থক হবে।

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯

দাওয়াহর গুরুত্ব ০৯

দাওয়াহ কাকে উদ্দেশ্য করে ১১

দাওয়াহর অগ্রাধিকার ১২

দাওয়াহর অন্যতম দুই পথিকৃৎ ১৩

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভির অবদান ১৪

উসতায খুররম মুরাদের ভূমিকা ১৫

অমুসলিমদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াহ

খুররম মুরাদ ১৬

প্রথম অধ্যায় : বাস্তবতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা ১৭

ক) তিনটি প্রশ্নের জবাব খুঁজুন ১৭

খ) মৌলিক অবকাঠামো ১৮

গ) মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা লক্ষ করুন ১৮

১. মুসলিমদের মন-মানসিকতা ১৯

২. সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার বর্তমান অবস্থা ১৯

৩. মুসলিম ও অমুসলিমদের ইতিহাসের বোঝা ২০

৪. দুটি লক্ষ্যের মধ্যে বিদ্যমান অস্থিরতা ২০

৫. সামসময়িক অবস্থা ২১

ঘ) সীমাবদ্ধতা ২১

দ্বিতীয় অধ্যায় : দাওয়াহর ভিশন ২৪
উদাহরণ পেশের মাধ্যমে দাওয়াহর কাজ ২৮
তৃতীয় অধ্যায় : দাওয়াহর মৌলিক ধারণা ও অবকাঠামো ৩০
চতুর্থ অধ্যায় : দাওয়াহর সাধারণ মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ ৩৪
উপসংহার ৪২

অমুসলিম দাওয়াহ : কুরআনি নির্দেশিকা
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি ৪৪

দাওয়াহ : কুরআনি আদর্শ ৪৬
কুরআনের উপমা ৪৭
একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত ৪৮
দাওয়াহর শর্তাবলি ৫১
দাওয়াহর চ্যালেঞ্জসমূহ ৫২

ভূমিকা

দাওয়াহর গুরুত্ব

রাসূলে আকরাম সা. ইরশাদ করেছেন—

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.

"আমার পক্ষ থেকে একটি বাক্য হলেও পৌঁছে দাও।" বুখারি : ৩৪৬১

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۴﴾

"তোমাদের মধ্যে এমন দল থাকা উচিত, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। তারাই হবে সফলকাম।" সূরা আলে ইমরান : ১০৪

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿۱۲۵﴾

"আপনার রবের পথে মানুষকে ডাকুন হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। আর বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়। আপনার রবই ভালো জানেন তাঁর পথ থেকে কে বিপথগামী হবে এবং কে হবে হিদায়াতপ্রাপ্ত।" সূরা নাহল : ১২৫

وَ لَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ بَعْدَ اِذْ اُنْزِلَتْ اِلَيْكَ وَ ادْعُ اِلٰى رَبِّكَ وَ لَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۸۷﴾

> "আপনার ওপর আল্লাহর আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা যেন আপনাকে সেগুলো থেকে উদাসীন করতে না পারে। আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন এবং কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।" সূরা কাসাস : ৮৭

> قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؔ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِيْ ؕ وَ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿۱۰۸﴾

> "বলুন, এটাই আমার পথ যে—আমি ও আমার অনুসারীগণ সজ্ঞানে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করি। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।" সূরা ইউসুফ : ১০৮

কুরআন মাজিদের উল্লিখিত আয়াতসমূহ ও হাদিসটিতে দাওয়াহর হুকুম এসেছে সরাসরি। এ ছাড়াও আরও অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দাওয়াহর তাগিদ দেয়। কুরআন-হাদিসের এই নির্দেশনাসমূহ সামনে রেখে এবং মুসলিম উম্মাহর মৌলিক দায়িত্ব বিবেচনা করে উলামায়ে কিরাম—মুফাসসিরিন, মুহাদ্দিসিন, ফুকাহা—এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, দাওয়াহ উম্মাহর ওপর ফরজে কিফায়াহ; অর্থাৎ, উম্মাহর ওপর সম্মিলিত দায়িত্ব। আবার এ কাজটি প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার জ্ঞান ও যোগ্যতা অনুসারে ব্যক্তিগতভাবেও ফরজ। উম্মাহ যৌথ উদ্যোগে বা সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করলে এবং একজন ব্যক্তি তার ওপর অর্পিত সহযোগিতা প্রদান করলে তার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। কিন্তু সম্মিলিতভাবে আদায়ের ব্যবস্থা না থাকলে এ দায়িত্ব তার নিজের কাঁধেই এসে যায়।

"তোমাদের মধ্যে এমন দল থাকা উচিত" বাক্য দিয়ে মূলত কিছু লোকের ওপর এ দায়িত্ব চাপানো হয়নি; বরং উম্মাহর প্রতিটি ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেন এমন দল তৈরি করা হয় এবং এর মাধ্যমে দাওয়াহর কাজ সবসময় সক্রিয় থাকে। কারণ, সফলভাবে এ কাজ আঞ্জাম দিতে হলে কিছু লোককে এ কাজে পারদর্শী হতে হবে। তাদের তারবিয়া দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এমন দল সবার পক্ষ থেকে দাওয়াহর কাজ আঞ্জাম দেবে। তবে ব্যক্তিগতভাবে কাজটি সবার জন্যই ফরজ। দাওয়াহর শরয়ি মর্যাদা নির্ণয়ে আলিমগণ দুটো পরিভাষাই—ফরজে আইন ও ফরজে কিফায়া—ব্যবহার করে প্রকৃত গুরুত্ব বোঝানোর প্রয়াস পেয়েছেন।

রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছানো। আর রাসূলকে অনুসরণের অর্থই হচ্ছে—যে কাজে তিনি আমৃত্যু জড়িত ছিলেন, সে কাজের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। অতএব, দাওয়াহ্ দ্বীনের মৌলিক ফরজগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম ফরজ।

দাওয়াহ্ কাকে উদ্দেশ্য করে

কাদের উদ্দেশে দাওয়াহ—এ নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি বিদ্যমান। কেউ মনে করেন, যারা ইসলামে আছে তাদের আবার দাওয়াহ দিতে হবে কেন? তাদের কথা হলো—যারা এখনও ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়নি, দাওয়াহ কেবল তাদের কাছেই পৌঁছাতে হবে। আবার অনেকে মনে করেন, দাওয়াহ মুসলিম ও অমুসলিম সবার জন্যই হতে হবে। দাওয়াহর বিষয়, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনা হয়তো ভিন্ন ভিন্ন হবে, কিন্তু সবার কাছেই দাওয়াহ নিয়ে যেতে হবে; তার পটভূমি যা-ই হোক-না কেন।

মূলত এ বিভ্রান্তি মানুষের সৃষ্ট। আল্লাহ তায়ালা দাওয়াহর সীমারেখা ঠিক করে দেননি। তিনি উন্মুক্তভাবে বলে দিয়েছেন—আল্লাহর পথে ডাকো। সুতরাং সবাইকেই ডাকতে হবে। যারা এ পথ থেকে দূরে রয়েছে তাদের ডাকতে হবে। তেমনিভাবে পথে উঠার পরও যাদের পদস্খলন হয়েছে, তাদেরও আবার ডেকে পথে তুলতে হবে। এ ব্যাপারে কুরআনেও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মুসা আ. সম্পর্কে বলেন (তাঁকে অমুসলিম ফিরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল)—

وَ اِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ؕ اَلَا يَتَّقُوْنَ ﴿۱۱﴾

"আপনার রব মুসাকে ডেকে বললেন, জালিম সম্প্রদায়ের কাছে যাও। ফিরাউনের জাতির কাছে। তারা কি (তাদের পরিণতির) ভয় করে না?" সূরা শুআরা : ১০-১১

অন্য আয়াতে তাঁকে নিজ জাতির প্রতি নজর দেওয়ার আহ্বান জানান—

وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۙ وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿۵﴾

> "মুসাকে আমার নির্দশনসমূহ প্রেরণ করে বলেছিলাম, আপনার কওমকে অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসুন। আল্লাহর দিবসগুলোর মাধ্যমে তাদের স্মরণ করিয়ে দিন। এতে প্রত্যেক পরম ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রয়েছে।" সূরা ইবরাহিম : ৫

একদিকে ফিরাউন, যে নিজেকে রব বলে দাবি করেছে এবং অন্যদিকে বনি ইসরাইল, যারা আল্লাহর কিতাবের বাহক হওয়ার দাবিদার হয়েও গোমরাহিতে লিপ্ত রয়েছে—উভয়ের কাছে দাওয়াত পৌছানোর দায়িত্বই আল্লাহপাক মুসা আ.-কে দিয়েছেন। এই আয়াত থেকে নির্দেশনা পাওয়া যায়—দাওয়াত পৌছাতে হবে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে।

দাওয়াহর অগ্রাধিকার

ইসলামের ইতিহাসে এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, মুসলিমরা দ্বীনের দাওয়াতের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে সফর করেছেন। জন্মস্থান ত্যাগ করে আল্লাহর জমিনে ছড়িয়ে পড়েছেন, নতুন নতুন জায়গায় স্থায়ী আবাস গড়ে তুলেছেন এবং সেখানেই দ্বীনের দাওয়াত অব্যাহত রেখেছেন। সেসব জায়গায় আজ মুসলিমরা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের কর্মনীতি প্রমাণ করে, আমাদের বাসস্থানই দাওয়াহ পাওয়ার সবচেয়ে বড়ো হকদার। প্রতিবেশী হিসেবে যাদের কাছাকাছি বসবাস করি, সহপাঠী হিসেবে যাদের সাথে দিনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় অতিবাহিত করি, তারাই আমাদের দাওয়াহ পাওয়ার প্রথম দাবিদার। আমি কোন দেশের নাগরিক তা মুখ্য নয়; বরং যে দেশেই বাস করি, সে দেশের মানুষের কাছে আমাকে দাওয়াহ নিয়ে যেতে হবে।

কেউ যদি কোনো দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে, তাহলে সে ব্যক্তি সে দেশের কওমভুক্ত হয়ে যায়। সে ব্যক্তি তাদের ভালো-মন্দের অংশীদার হয়। তাদের কল্যাণকামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবি-রাসূলগণ যেভাবে তাদের জাতিকে সম্বোধন করে দ্বীনের দাওয়াহ পেশ করেছিলেন, সে তরিকায় আমাদের সাথে বসবাসকারীদের কাছে দাওয়াহ উপস্থাপন করতে হবে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে উদাহরণ পেশ করেছেন—

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ
قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا

النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۸۵﴾

"আমি যখন মাদায়েনের (অধিবাসীদের) কাছে তাদের ভাই শুয়াইবকে প্রেরণ করলাম। তিনি বললেন—হে আমার জাতি, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই। আর তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না। জিনিসপত্রে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না এবং সংশোধন করার পরে জমিনে ফ্যাসাদ সৃষ্টির মতো সীমালঙ্ঘন করো না। যদি তোমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনো, তাহলে তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর।" সূরা আরাফ : ৮৫

উক্ত আয়াতে দাওয়াহর একটি উত্তম আদর্শ পেশ করা হয়েছে। শুয়াইব আ. একদিকে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি তাঁর জাতিকে আহ্বান জানিয়েছেন, অন্যদিকে সমাজের অপরাপর মানুষের ওপর তারা যে অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছিল, সে ব্যাপারেও কথা বলেছিলেন। তিনি ইসলামকে মানুষের ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ হিসেবে পেশ করেছিলেন।

দাওয়াহর অন্যতম দুই পথিকৃৎ

দাওয়াহর ময়দানের দুজন মহান ব্যক্তিত্বের দুটি রচনা দাওয়াহ কাজে আগ্রহী পাঠকদের সামনে পেশ করতে পেরে আল্লাহ তায়ালার শুকরিয়া আদায় করছি। যদিও উভয়ের রচনা ও বক্তৃতা পাশ্চাত্যের উদ্দেশে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, খুররম জাহ মুরাদের রচনার শিরোনাম হচ্ছে—*পাশ্চাত্যের অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াহ (Dawah Among Non-Muslims in the West)* এবং আবুল হাসান আলী নদভির বক্তৃতার শিরোনাম ছিল *পাশ্চাত্যে দাওয়াহ ও কুরআনের চিন্তাধারা*। তবে বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ রেখে আমরা এ পুস্তিকার নাম দিয়েছি *অমুসলিম দাওয়াহ*।

উভয় স্কলার তাঁদের রচনায় যেসব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, তার আবেদন সীমাহীন। শুধু পাশ্চাত্যের গণ্ডিতে তা সীমাবদ্ধ রাখা মোটেই সমীচীন নয়। উভয় মনীষী যে দাওয়াহ মনোভাবের কথা বলেছেন, তা সর্বকালীন ও সর্বজনীন।

সুতরাং 'পাশ্চাত্য' নাম দিয়ে আমরা কাউকে এর ফায়দা হতে বঞ্চিত করতে চাইনি। খুররম জাহ্ মুরাদের রচনা এ বিষয়ে একটি মৌলিক অবদান, যা তিনি পুস্তিকা আকারে পেশ করেছেন। আর সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভির লেখাটি উপস্থিত বক্তৃতার রেকর্ড এবং এ বিষয়ের জন্য সহায়ক। এজন্যই আমরা খুররম জাহ্ মুরাদের আলোচনাকে প্রথমে বিন্যস্ত করেছি।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভির অবদান

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি উপমহাদেশের এযাবৎকালের শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলারদের একজন। তাঁর জন্ম ভারতে, পৃথিবীর অন্য দেশে বসবাসের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সংখ্যালঘু হিসেবেই বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন এবং আজীবন সেখানে থেকেই দ্বীনের দাওয়াহর কাজে নিয়োজিত থাকেন। আরবি সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি থাকার কারণে আল্লামা নদভি যেমন ইসলামের মূল উৎস থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, তেমনি তা দুনিয়াবাসীকে সমানভাবে বিলিয়ে গেছেন।

জীবনের বিভিন্ন স্তরে তিনি জামায়াতে ইসলামী, তাবলীগ জামাত ও সুফি তরিকার সঙ্গে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শুরার আজীবন সদস্য ও নাদওয়াতুল উলামার প্রধান পরিচালক হিসেবে ইলম চর্চা ও সম্প্রসারণে তিনি ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। এ ছাড়াও ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। ইলম, কর্ম ও দাওয়াহর ময়দানে তাঁর সুখ্যাতি দুনিয়াজোড়া। যার ফলে তাঁর কর্ম ও চিন্তাধারার ওপর তাঁর জীবদ্দশাতেই পঁচিশটি পিএইচডি গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি ইতিহাসের গবেষণা, কুরআন, হাদিস ও ফিকহ চর্চা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অমুসলিমদের সাথে মুসলিমদের সমস্যার সুসমাধান বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিতর্ক ও দাওয়াহর মাধ্যমেই হওয়া সম্ভব। তিনি স্বীয় আবাসভূমি ভারতে এই নীতিরই অনুসরণ করেছেন। পাশ্চাত্যের মুসলিমদের জন্যও তিনি একই পন্থার সুপারিশ করেন। কথা ও কাজে কীভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে, তা তিনি অত্যন্ত সুন্দর ও জোরালোভাবে তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। দাঈদের জন্য এটি একটি অমূল্য সম্পদ।

উসতায খুররম মুরাদের ভূমিকা

লাখো-কোটি মানুষের কাছে দাঈ হিসেবে পরিচিত উসতায খুররম জাহ মুরাদ। তিনিও ভারতে জন্মগ্রহণকারী। পাকিস্তান ও আমেরিকায় অধ্যয়ন শেষে একজন সফল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইরানে প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করেন। সর্বশেষ খানায়ে কাবার সম্প্রসারণে ভূমিকা রেখে কর্মজীবনের ইতি টানেন। তাঁর পেশাগত দায়িত্ব তাঁকে একদিনের জন্যও দ্বীনের দাওয়াহ থেকে বিরত রাখতে পারেনি; বরং দ্বীনের দাওয়াহ ছিল তাঁর মুখ্য কাজ, তাঁর হৃদয়ের আকুতি ও শয়ন-স্বপন-জাগরণের ধ্যান।

দাওয়াহর আকর্ষণ তাঁকে পাশ্চাত্যে নিয়ে আসে। ব্রিটেনের লেস্টার শহরে কয়েকজনের সঙ্গে মিলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন গড়ে তোলার মাধ্যমে তিনি তাঁর স্বপ্নের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ক্ষুরধার লেখালিখি ও অকৃত্রিম ভাষণের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তাধারা জনসমক্ষে পেশ করেন। ইউরোপে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে মুসলিমদের মধ্যে বিরাজমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে দাওয়াহর কাজে আত্মনিয়োগের জন্য সবার মাঝে উৎসাহ জোগান। নতুন প্রজন্মের কথা ভেবে ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টিতে নজর দেন। মুসলিম যুবকদের মধ্যে আত্মপরিচয়ের প্রেরণা সৃষ্টির চেষ্টা করেন। বাস্তব ময়দানে নতুন জেনারেশনের মাঝে ইসলামের প্রসার ও অমুসলিম দাওয়াহকে ফলপ্রসূ করে দাওয়াহর পথিকৃৎ হয়ে ওঠেন। এ ময়দানে কাজ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তাঁর দিকে তাকাতে হবে এবং তাঁর তৎপরতা থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আশা করি, এ আলোকময় প্রবন্ধ দুটোর মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত পথের সন্ধান পেয়ে যাব। সে পথে চলতে চলতে যদি আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ হয়ে যায়, তাহলেই জীবনের সার্থকতা; জীবন সফলকাম।

মোসলেহ ফারাদী

অমুসলিমদের মাঝে দ্বীনের দাওয়াহ

খুররম মুরাদ

Dawah Among Non-Muslims in the West

পুস্তিকার অনুবাদ

প্রথম অধ্যায়

বাস্তবতা, সমস্যা ও সম্ভাবনা

ক) তিনটি প্রশ্নের জবাব খুঁজুন

আসুন, একটি সুস্পষ্ট অথচ কষ্টদায়ক সত্য দিয়ে শুরু করি; তা হচ্ছে—আমরা অমুসলিমদের মাঝে তেমন কোনো দাওয়াতি কাজ করছি না। সত্যি কথা বলতে গেলে দুনিয়ার কোথাও আমাদের দাওয়াহ কার্যক্রম চলছে না। কেন? এ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটির জবাবই আমাদের প্রথম খুঁজে নিতে হবে।

আমাদের অবস্থা হচ্ছে—বৃহত্তর পরিসরে (Macro Level) তথা বিলিয়ন সংখ্যার বিশাল মুসলিম উম্মাহ হিসেবে অথবা মুসলিম দেশ হিসেবে বা জাতিগতভাবে আমাদের লক্ষ্য ও গুরুত্বের মধ্যে দাওয়াহর কোনো স্থান নেই। আমাদের জাতীয় সম্পদের কোনোকিছুই এ গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহৃত হয় না।

অনুরূপভাবে মধ্য পরিসরে (Intermediate Level) তথা অমুসলিম দেশসমূহে বসবাসরত মুসলিম কমিউনিটির মাঝে আমরা প্রতিবেশীদের প্রতি মৌলিক দায়িত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীনতা দেখতে পাই। কোনো কোনো অমুসলিম দেশে লাখ লাখ মুসলিমের বসবাস সত্ত্বেও (ভারতে যার পরিমাণ কোটি কোটি) ইসলামের প্রতি কোনো আকর্ষণ সৃষ্টি করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি।

আর ক্ষুদ্র পরিসরে (Micro Level) তথা ইসলামি সংগঠন ও ব্যক্তিপর্যায়ে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমাদের চেনাজানায় এবং সময় ও সম্পদ খরচের বেলায় অমুসলিম দাওয়াহ যেন অলক্ষ্যে থেকে যাচ্ছে। সামান্য কিছু করলেও তা মোটেও ফলপ্রসূ হচ্ছে না। আবারও প্রশ্ন আসে, কেন? আমাদের সামনে এটি দ্বিতীয় প্রশ্ন।

আর তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে—আমাদের প্রচলিত ধ্যানধারণা, পন্থা-পদ্ধতি ও কর্মপ্রণালি কি অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াতি কাজের জন্য যথোপযুক্ত? এগুলো কি পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা প্রয়োজন? যদি করতে হয়, তাহলে কীভাবে?

খ) মৌলিক অবকাঠামো

ওপরের তিনটি প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে তিনটি মৌলিক নীতির উল্লেখ করতে চাই, যার ভিত্তিতে আমাদের পুরো আলোচনাটি গঠিত হবে।

প্রথমত : অমুসলিম দাওয়াহর বিষয়টিকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন বিষয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। এ দায়িত্ব আমরা কখনও যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামি জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে এর স্থান কী তা বুঝব না ও গ্রহণ করে নেব না। এ কাজে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য যেভাবে বিনিয়োগ করা দরকার সেভাবে করতে পারব না, যতক্ষণ পর্যন্ত এ কাজটি আমাদের সত্য ও ন্যায়ের মিশনের পূর্ণ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিগণিত না হবে। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে হলে—অমুসলিম দাওয়াহ আমাদের ইসলামি অস্তিত্বের সাথে সংযোজিত কোনো অতিরিক্ত বিষয় বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। একে কালেভদ্রের কাজ হিসেবে আঞ্জাম দেওয়া যায় না। অকস্মাৎ অথবা কোনো বিশেষ অবস্থার কারণে পালন করা উচিত নয়। যেমন, অন্য ধর্মের মিশনারি তৎপরতার জবাব বা প্রতিক্রিয়া হিসেবেও করা ঠিক নয়। যদি তা-ই করা হয়, তাহলে এর পরিণতি হবে একই, যেমনটা আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি।

দ্বিতীয়ত : অমুসলিম দাওয়াহর তাত্ত্বিক ও পদ্ধতিগত সমস্যা এবং এর সমাধান নিয়ে আমরা যথাযথ ও ফলপ্রসূ আলোচনা করতে পারব না, যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াহকে আমরা ইসলামের যথাস্থানে জায়গা না দিই এবং পুরো বিষয়টিকে পরিপূর্ণ ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার না করি।

তৃতীয়ত : কুরআন মাজিদ এবং রাসূল সা. ও অন্যান্য নবিদের দাওয়াতি জীবন আমাদের জন্য সর্বোত্তম পথনির্দেশিকা, যার ভিত্তিতে আমরা ধারণা, কার্যপ্রণালি ও কর্মপদ্ধতি তৈরি করতে পারব।

গ) মুসলিমদের বাস্তব অবস্থা লক্ষ করুন

দাওয়াতি তৎপরতার জন্য সমগ্র মুসলিমসমাজের কিছু বাস্তবতা সবসময় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। সে বাস্তবতাগুলোকে যথাযথভাবে বিবেচনায় রেখে এবং ভালোভাবে সেগুলোকে অনুধাবন করে আমাদের সমস্যাসমূহের ধরন ও

তার সমাধান বোঝার চেষ্টা করতে পারি। গুরুত্ব বিবেচনায় এর পাঁচটি দিক আমরা এখনই চিহ্নিত করতে পারি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কারণেই অমুসলিম দাওয়াহ কার্যক্রমে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকি।

এক. মুসলিমদের মন-মানসিকতা

মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মন-মানসিকতা কেমন হওয়া প্রয়োজন? ইসলামের প্রতি এবং তাদের মিশন সত্যের সাক্ষ্যের প্রতি তাদের মন-মানসিকতা কেমন হওয়া উচিত? এই মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমগ্র মানবজাতির কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের মন-মানসিকতা কেমন হওয়া উচিত?

নিঃসন্দেহে বাস্তব অবস্থা হচ্ছে—অসচেতনতা, উদাসীনতা ও দায়িত্বে অবহেলা আমাদের মন-মানসিকতাকে আক্রান্ত করে রেখেছে। অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত ও ত্রুটিময় মানসিকতার কারণে আমরা অমুসলিম দাওয়াহর ব্যাপারে নিজেরাই নিজেদের সম্বোধন করতে ব্যর্থ হচ্ছি। আমরা যদি উভয় সমস্যাকে একসঙ্গে সমাধানের উদ্যোগ না নিই, তাহলে দাওয়াহর সমস্যা থেকেই যাবে।

দুই. সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার বর্তমান অবস্থা

কথা ও কাজে ইসলামের সাক্ষ্য হওয়ার অবস্থা কী? কথা ও কাজে আমরা যে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তার কতটুকু ইসলামের সাথে মেলে? ইসলাম যা আশা করে, তার সাথে আমাদের জীবনের পার্থক্যগুলো সকলের চোখের সামনে সুস্পষ্ট; এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের সর্বস্তরে একই অবস্থা; উচ্চপর্যায় বা মুসলিম সংগঠনসমূহ, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অথবা ব্যক্তিপর্যায়ে—সবখানেই একই অবস্থা। মুসলিম দেশ কি অমুসলিম দেশ, যেখানেই যে বাস্তব সাক্ষ্য আমরা দিচ্ছি, ইসলামের সাথে তার সামান্যই সম্পর্ক রয়েছে। আসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের বিরুদ্ধেই আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। ইসলাম ও মুসলিমদের জীবনের উদাহরণের মাঝে যে পার্থক্য—যাকে প্রায় মুনাফিকি বলে সাব্যস্ত করা যায়—তা দেখার পর একজন সাধারণ অমুসলিম কীভাবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট হবে? ইসলাম গ্রহণ করা তো অনেক দূরের কথা! শুধু বক্তৃতা শুনে বা বই পড়ে কি ইসলাম গ্রহণ করা সম্ভব? অবশ্য কিছু ভালো অন্তরের অধিকারী ব্যতিক্রম তো থাকবেই।

তিন. মুসলিম ও অমুসলিমদের ইতিহাসের বোঝা

ইতিহাসের বোঝা তথা ভার থেকে ইসলামি দাওয়াহকে মুক্ত করা এক কঠিন কাজ। সন্দেহ-সংশয়ের বোঝা; ভুল বোঝাবুঝি, ভুল ধারণা ও ভুল বর্ণনার বোঝা; অবিশ্বাস ও শত্রুতার বোঝা; সত্য ও মিথ্যার মিশেলে সৃষ্ট পটচিত্র—এসব আমাদের মনের কোটরে স্থায়ীভাবে আসন গেড়ে বসেছে। এর কিছু কিছু সত্য মনে হলেও কতক একদম অসদুদ্দেশ্যেই সৃষ্ট। আবার কিছু কিছু উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রোপণ করা হয়েছে, যেন তা বিশ্বস্ত বলে মনে হয়। কিছু কিছুকে আমাদের ব্যর্থতা ও বোকামির পরিণতিও বলা যায়। আবার এর অনেকখানি ওইসব লোকের কাজ, যাদের আমরা ইসলামের কাছে নিয়ে যেতে চাই। কোনো কোনো বিষয়ের কারণ মানুষের স্বাভাবিক একগুঁয়েমি, অহংকার, লোভ, স্বার্থপরতা ও হিংসা-বিদ্বেষ। কোনো বিষয় অতীতের ইসলামবিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার কিছু আছে নিকট অতীতে পাশ্চাত্য উপনিবেশবাদের সঙ্গে জড়িত। দাওয়াহর কাজকে এসব মূর্খতা, পূর্বধারণা ও ক্ষমতার দেয়াল ভেদ করার জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। হয় এ অবস্থা উতরে যাবে অথবা কাঁধে নিতে হবে ব্যর্থতার গ্লানি। ফলাফল যা-ই হোক, এসব বাধা এড়িয়ে যাওয়া অথবা এমনিতেই দূর হয়ে যাওয়ার আশা করা যায় না। এসব বিষয়কে সর্বদা দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং বিভিন্ন তরিকায় মোকাবিলা করে যেতে হবে।

চার. দুটি লক্ষ্যের মধ্যে বিদ্যমান অস্থিরতা

অস্থিরতা সত্ত্বেও দুই তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমান তালে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। কারণ, এ দুই লক্ষ্য ইতিহাসেরই সৃষ্ট বাস্তবতা। একদিকে রয়েছে মুসলিমদের আত্মপরিচয়, আত্মস্বীকৃতি ও আত্মবিশ্বাসের গোড়াপত্তন এবং তা শক্তিশালীকরণের প্রয়োজনীয়তা। যা করতে হবে বিগত ন্যূনত তিন শতকের আগ্রাসন, পরাধীনতা ও বঞ্চনার গভীর ক্ষতের অবস্থা সামনে রেখে—যা পাশ্চাত্য ও তাদের ধারাবাহিক শত্রুতার দ্বারা মুসলিম উম্মাহ ভোগ করেছে এবং করে যাচ্ছে। অপরদিকে মুসলিমদের এ লক্ষ্য নিয়েও কাজ করতে হবে যে, শোষক পাশ্চাত্যকেই ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে এসে তাদেরকে মুসলিম উম্মাহর অংশীভূত করে নেওয়া। এটা সম্ভব হবে শত্রুতা ও অস্থিরতা কমানোর মাধ্যমে; বাড়ানোর মাধ্যমে নয়। সুতরাং আমাদের দুটি ভিন্ন বরং বিপরীতমুখী কাজ একসঙ্গে আঞ্জাম দিতে হবে।

পাঁচ. সামসময়িক অবস্থা

মুসলিম ও অমুসলিম, বিশেষ করে পাশ্চাত্য বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আদর্শিক স্বার্থে এবং দুনিয়াবাসীর ওপর রাজনৈতিক ও আদর্শিক কর্তৃত্বলাভের লক্ষ্যে একটি দ্বন্দ্বে আবদ্ধ হয়ে আছে। যার পরিণতি অমুসলিম দাওয়াহর ওপর ভীষণভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। চলমান যুদ্ধাবস্থা ও বর্তমান সম্পর্ক আমাদের কাজের জন্য সহায়ক না বাধাস্বরূপ? এসব কারণে কি আমাদের নিজেদের ও অন্যদের ভাবমূর্তি ও পদ্ধতিগুলো রূপান্তরিত বা বিকৃত হয়ে পড়ছে না? এগুলো কি আমাদের ও সম্বোধিত ব্যক্তিদের দিল-মনের সংযোগপথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না? আমাদের আদর্শিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে বিকৃত না করে এবং স্বার্থ বিসর্জন না দিয়ে কোন উত্তম তরিকায় এসব সমস্যার সমাধান করতে পারি?

ঘ) সীমাবদ্ধতা

এ পর্যায়ে আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলো উল্লেখ করা প্রয়োজন, যার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। উল্লিখিত সমস্যাগুলোর কারণে হোক অথবা বিষয়ের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত হোক, অমুসলিম দাওয়াহর সমস্যা বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজিত। আমরা তিনটি পর্যায়ের কথা আগেই উল্লেখ করেছি, যা পুনরায় উল্লেখ করছি :

১. উচ্চ পর্যায় (Macro Level)—যা মুসলিম উম্মাহ, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে।

২. মাধ্যমিক পর্যায় (Intermediate Level)—বড়ো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন ও মুসলিম কমিউনিটি, মসজিদ, মাদরাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

৩. ক্ষুদ্র পরিসর (Micro Level)—ব্যক্তিগত পর্যায় বা ছোটো সংগঠনমূহ। বিদ্যমান ইসলামি দল বা সংগঠনগুলোকে এ পর্যায়ে শামিল করতে চাই, যারা ইসলামের জন্য কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

উল্লিখিত প্রতিটি পর্যায়ের সমস্যা ভিন্ন ভিন্ন। এ কথা মেনে নিয়েই সচেতনতার সঙ্গে কাজ করতে হবে। অকপটে মেনে নিলে কোনো ক্ষতি নেই যে, উচ্চ ও মাধ্যমিক পর্যায়ের সমস্যাসমূহ আমাদের ধরাছোঁয়া ও যোগ্যতার বাইরেই

থেকে যাবে এবং সেগুলো নিয়ে আমরা কিছুই করতে পারব না। যেমন, আমরা পুরো উম্মাহর আচার-আচরণকে এককভাবে ইসলামিকরণ করতে পারব না। আমরা এমন কোনো একটি স্থান দেখাতে পারব না, যেখানে ইসলামকে তার পূর্ণাঙ্গ তরিকানুসারে পালন করা হয়।

আমাদের এমন কোনো শক্তি নেই, যা দ্বারা কোনো একটি মুসলিম দেশের অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে পারি—তা ইন্দোনেশিয়া হোক বা পাকিস্তান, ইরান অথবা সৌদি আরব। এমনকি সফররত শেখদেরও যথাযথ ইসলামি শিষ্টাচার পালনে বাধ্য করতে পারব না। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘু মুসলিমদেরও ইসলামের বাস্তব উদাহরণ পেশকারী বানাতে পারব না। এগুলো সবই আমাদের ক্ষমতার বাইরে। এমনকি ক্ষুদ্র পরিসরেও বাস্তবতা হচ্ছে—সে সময় অতি দূরে যখন একটি উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মুসলিম সত্যের সাক্ষী ও দাঈ হবে এবং ইসলামি সংগঠনসমূহ অমুসলিম দাওয়াহকে তাদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে সাব্যস্ত করবে। শুধু ক্ষুদ্র পরিসরে এবং খুবই সীমিত আকারে মধ্যপর্যায়ে আমরা কিছু ফলাফল লাভের আশা করতে পারি। তাহলে কি আমরা অমুসলিমদের মাঝে দাওয়াহর কাজ ততদিন বন্ধ করে রাখব, যতদিন ওপরে উল্লেখিত কিছু বা সবকিছু হাসিল হবে? কখনোই নয়। এরপরও দাওয়াহ তার পথ করে নিতে পারে যদি আমরা সঠিক পদ্ধতিতে এ কাজ আঞ্জাম দিতে পারি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—উচ্চ পরিসরে বিরাজমান ইস্পাতকঠিন সমস্যাসমূহকে হৃদয়ঙ্গম করা, সে সমস্যাগুলোর প্রভাব চিহ্নিত করা, সে সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং সেগুলো যেসব সীমাবদ্ধতা আরোপ করে তা নজরে রাখা। এ কাজ এজন্য প্রয়োজন যে, তা আমাদের উপযুক্ত কর্মপন্থা ও কর্মকৌশল তৈরিতে সাহায্য করবে। সমস্যার পুরোপুরি সমাধান না হলেও তার জন্য বিহিত ব্যবস্থা রাখা যাবে। সুতরাং এই সংক্ষিপ্ত রচনা আমরা ব্যক্তিগত পর্যায় ও ইসলামি সংগঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব, যেখানে কার্যকর কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব বলে আমি বিশ্বাস করি।

প্রথমত : আমি সঠিক মন ও মানসিকতার ওপর মনোযোগ দেবো, যা দাওয়াহর জন্য জরুরি। সাথে সাথে কিছু প্রধান মূলনীতি আলোচনা করব, যা আমাদের ধারণা ও কর্মপন্থার পুনঃসংজ্ঞায়িত করার জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ কাজটি হচ্ছে প্রথম ধাপ। এ পর্যায়ে এর বেশি করা ও বিস্তারিত সুনির্দিষ্ট নকশা অঙ্কন করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়ত : আমার মতে সমস্যা দেখা দেওয়া অথবা বেড়ে যাওয়ার কারণ দূরীভূত করা সম্ভব। দাওয়াহর বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিলে সমস্যা হয় কমে যাবে, না হয় দূর হয়ে যাবে। কিছু বিষয় আছে যা আসলেই কোনো সমস্যা নয়। ভুল পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনার কারণে সেগুলো সমস্যা বলে মনে হয়। আমার মতে, উপযুক্ত উপায়-উপাদানের অভাব সবচেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। খণ্ডকালীন বা সার্বক্ষণিক কর্মী, পেশাদার দাঈ, উপযুক্ত সাহিত্য, যথাযথ মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ইত্যাদির অভাবও এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না, যেভাবে আমরা মনে করে থাকি। সুতরাং আমি শুধু ধারণাগত ও পদ্ধতিগত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

তৃতীয়ত : পরিস্থিতি ও দেশ অনুপাতে সমস্যার ধরনও বিবিধ হতে পারে। অমুসলিমরা সবাই কোনো অভিন্ন সমজাতীয় সত্তা নয়। সব জায়গায় তারা একই রকম নয়। ইসলামের সঙ্গে অমুসলিমদের বোঝাপড়ার ইতিহাসও সবসময় ও সব জায়গায় একই থাকেনি। পাশ্চাত্যে বা নাইজেরিয়ায় অথবা মিশরে একজন খ্রিষ্টান, ভারতে একজন হিন্দু, দক্ষিণ আফ্রিকায় একজন নিগ্রো, মালয়েশিয়ায় একজন চাইনিজ ও একজন জাপানি—একেকজন একেকরকম। প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসতে পারে এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন হতে পারে। সত্যি কথা কী, প্রত্যেক ব্যক্তিকে আলাদাভাবে ও বিশেষ দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে আমি প্রত্যেকটি অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারব না এবং এ ব্যাপারে আমি দক্ষও নই। আমি যা আশা করি এবং যা সম্পাদনের প্রস্তাব করি তা হচ্ছে—

১. এমন বিষয় নিয়ে বিবেচনা করি, যার সর্বজনীন আবেদন আছে।

২. যখনই আমি কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে নজর দিই, তখন নিজেকে পাশ্চাত্যের সীমারেখায় আবদ্ধ রাখি। যদিও পাশ্চাত্যের উদ্দেশে উপস্থাপিত কোনো কোনো বিষয়ের কার্যকারিতার পরিধি আরও বৃহৎ হতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দাওয়াহর ভিশন

আমাদের দাওয়াহর ভিশন কী হবে—এটি একটি প্রধান মৌলিক প্রশ্ন। এখানেই অনেক সমস্যার উৎপত্তি। অনেক বিষয় এজন্যই সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। খ্রিষ্টান ধর্মের মতো ইসলামে দাওয়াহ কোনো পেশা নয়। এটা কোনো সম্পূরক পেশা নয় যে, ইচ্ছা করলে করব আর ইচ্ছা না করলে করব না। অগণিত কর্মী ও দাঈদের চাকরিদান, অসংখ্য সাহিত্য ও আধুনিক যন্ত্রপাতির জোগান আর সীমাহীন ওয়াজ-বক্তৃতা আমাদের সমস্যার কোনো সমাধান করতে পারবে না, যদি আমরা দাওয়াহর সঠিক ধারণা পোষণ না করি।

সবকিছুর আগে মেনে নিতে হবে, দাওয়াহ হচ্ছে একধরনের মানসিকতা। দাওয়াহ হচ্ছে দুনিয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন বা জীবনদর্শন; বস্তুত দাওয়াহ হচ্ছে একধরনের জীবন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—ইসলামে দাওয়াহর ভিশন দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দাওয়াহ চেতনা।

আমরা যখন বুঝব ইসলাম কী জিনিস, ইসলাম আমাদের কাছে কী দাবি করে এবং দাওয়াহ আমাদের ইসলামি জীবনে কোন স্থান দখল করে, তখনই আমরা সমস্যা বোঝার ও সমাধানের পথে প্রথম পদক্ষেপে পা রাখলাম। বিষয়টি খুবই সাধারণ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু অনেক সময় জটিল সমস্যার প্রকৃত সমাধান খুবই সাধারণ হয়ে থাকে। ইসলাম কী? এখানে প্রশ্নটি হাস্যকর মনে হতে পারে। তবে প্রশ্নটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এর সঠিক উত্তর পুরো দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দেবে।

ইসলাম মানে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে, অন্তরে ও বাইরে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ওপর আত্মসমর্পণ করে জীবনযাপন করা। এর দুটো সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। প্রথম দিকটি হচ্ছে—যেহেতু মানবজীবন পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যাপিত হয়, সেহেতু যতক্ষণ পর্যন্ত বাকি সবাই তথা পুরো

সমাজ আল্লাহর ওপর আত্মসমর্পণ করবে না, ততক্ষণ আমি নিজেও পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণকারী হতে পারব না। সুতরাং সবাইকে আত্মসমর্পণের দিকে ডাকা তথা দাওয়াহ হচ্ছে আমার নিজের পরিপূর্ণ মুসলিম হওয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। দ্বিতীয় দিক হলো—জীবনে একবার একটি কাজ করে ফেলার নাম ইসলাম নয়; বরং এটি হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া, সারা জীবনের এক লাগাতার সাধনার নাম।

সুতরাং দাওয়াহ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলিম হওয়ার অর্থ হচ্ছে মুসলিম হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাওয়া তথা দাওয়াহর কাজ অব্যাহত রাখা। মুসলিম হওয়ার অন্য কোনো পন্থা নেই। এই উম্মাহর উদ্দেশ্যের সফলতা, টিকে থাকা ও কালিমার মিশন পূরণের জন্য দাওয়াহ এক অপরিহার্য কাজ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ... ﴿١٤٣﴾

"(যেভাবে আমি আপনাকে হিদায়াত দিয়েছি) সেভাবেই আমি তোমাদের এক মধ্যমপন্থি উম্মাহয় পরিণত করেছি, যেন তোমরা দুনিয়ার অন্যান্য মানুষের ওপর (হিদায়াতের) সাক্ষী হয়ে থাকতে পারো এবং রাসূলও তোমাদের ওপর সাক্ষী হতে পারেন।" সূরা বাকারা : ১৪৩

সত্যের সাক্ষ্যের এই মিশনের গুরুত্ব ও প্রকৃতি ঠিক সেরূপ, যেভাবে আল্লাহর সব নবি-রাসূলের প্রতি ন্যস্ত ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّاۤ اَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّ دَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهٖ وَ سِرَاجًا مُّنِيْرًا ﴿٤٦﴾

"হে নবি, নিশ্চয় আমি আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে এবং আল্লাহর হুকুমে তাঁর দিকে আহ্বানকারীরূপে ও উজ্জ্বল প্রদীপরূপে।" সূরা আহযাব : ৪৫-৪৬

দাওয়াহ দিতে হবে নিজেকে ও অপরকে, ব্যক্তি ও সমাজকে, সাদা-কালো সবাইকে; যেমন মুসলিমকে, তেমন অমুসলিমকেও। দাওয়াহকে কোনো ধর্ম,

বর্ণ, জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যাবে না। কোনো অজুহাত দাঁড় করিয়ে কোনো পরিস্থিতিতেই এই মিশন ও দায়িত্ব স্থগিত বা বন্ধ করা যাবে না। আমরা নিজেদের পরিপূর্ণ বা নিখুঁত হওয়ার অপেক্ষায় দাওয়াহর কাজকে মুলতবি রাখতে পারব না। কারণ—

প্রথমত : এমন সময় কখনও আসবে না, যখন আমরা নিজেদের পুরোপুরি বিশুদ্ধ বা নিখুঁত বিবেচনা করতে পারি। কারণ, এ ধরনের বিবেচনা করাটাই সবচেয়ে বড়ো অশুদ্ধ কাজ; গর্ব ও অহংকারের কাজ। এ মনোভাব পোষণের পর থেকেই আপনার পতনের ধারা শুরু হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত : দাওয়াহর কাজ করাটাই একজন ভালো মুসলিম হওয়ার জন্য অপরিহার্য। সুতরাং নিজেকে শুদ্ধির পথে অগ্রসর করার জন্যও দাওয়াহর কাজ করা আবশ্যক।

তৃতীয়ত : নিজেকে ভালো ও অন্যদের চেয়ে উচ্চতর মনে করাটা দাওয়াহর প্রকৃতি, রুহ ও পদ্ধতির খেলাপ। রাসূল সা.-এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট, গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ সুন্নাহ হচ্ছে দাওয়াহ। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۖ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ۖ
وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ۖ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٦٧﴾

> "হে রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার ওপর যা নাযিল হয়েছে তা (মানুষের কাছে) পৌছে দিন। যদি তা না করেন, তাহলে আপনি তাঁর রিসালাতকে পৌছালেন না। আল্লাহই আপনাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ জাতিকে পথপ্রদর্শন করেন না।" সূরা মায়িদা : ৬৭

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমই দাঈ। দাওয়াহ কখনোই বর্জন করা যাবে না। দাওয়াহ হচ্ছে তার জীবন, যে জীবন নিয়ে সে বসবাস করে। কার্যপ্রণালি, কর্মকৌশল ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে চিন্তা করার আগে এই চেতনাই প্রথম তৈরি করতে হবে। খুব সম্ভবত আমরা এ দিকটাই হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত চেতনায় এর অবস্থান শূন্য হয়ে পড়েছে। এজন্যই পৃথিবীতে এক বিলিয়নের ওপর মুসলিম থাকার পরও অমুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রতি কোনো আকর্ষণ দেখা যায় না। এ কারণেই বিশাল সংখ্যাগুরু

মুসলিমদের সাথে অল্পসংখ্যক অমুসলিম বসবাস করলেও তারা ইসলামে আকৃষ্ট হচ্ছে না। এ কারণেই ব্রিটেনে দুই মিলিয়ন (বর্তমানে চার মিলিয়ন) মুসলিম থাকা সত্ত্বেও তারা তাদের প্রতিবেশী ও সমাজের ওপর তেমন কোনো প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ। আশেপাশের মানুষের ওপর মুসলিমদের উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব নেই। এটা কি সম্ভব যে, হৃদয়ে আগুন জ্বলছে অথচ এর উষ্ণতা ও আভা আশেপাশে অনুভূত হয় না?

সবার পক্ষে সম্ভব না হলেও কিছু লোককে দাওয়াহর এ ভিশনকে নিজেদের অন্তরের চেতনা বানাতে হবে। একটি বাণী ও মিশন দ্বারা অনুপ্রাণিত শুধু একজন ব্যক্তিকে খুবই তুচ্ছ ও অকার্যকর অস্তিত্ব বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মক্কাতে কি শুধু একজনই দাঈ ছিলেন? না, আপনি হয়তো বলবেন—আহ! কিন্তু তিনি তো নবি ছিলেন। তা তো সত্যিই বটে; কিন্তু তিনি তো ছিলেন উদাহরণ, নিয়ম ও উত্তম আদর্শ। একটি ক্ষুদে বীজ থেকেই তো একটি বৃহৎ, উঁচু ও পত্রপল্লবে পরিপূর্ণ বৃক্ষ বেড়ে ওঠে, যেমনটি কুরআন মাজিদে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে—

...كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ...﴿٢٩﴾

"...একটি শস্যখেত, যার চারা গাছগুলো অঙ্কুরিত হয় এবং পরে সেগুলো শক্ত ও পুষ্ট হয়; অতঃপর কাণ্ডের ওপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে।" সূরা ফাতহ : ২৯

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَّ فَرْعُهَا فِى السَّمَآءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِىْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍۭ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ وَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ﴿٢٥﴾

"আপনি কি লক্ষ করেননি, আল্লাহ তায়ালা কালিমায়ে তাইয়িবার কী (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন? (এবং সে উদাহরণ হচ্ছে—এ কালিমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট (জাতের) গাছ, যার মূল (জমিনে) সুদৃঢ়, যার শাখা-প্রশাখা আসমানে বিস্তৃত। প্রত্যেক সময়ই তা তার মালিকের আদেশে ফল দেয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্য (এভাবেই) উপমা পেশ করেন। আশা করা যায়, তারা (এই উপমা থেকে) শিক্ষা গ্রহণ করবে।" সূরা ইবরাহিম : ২৪-২৫

বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর সমষ্টিগত চেতনাকে অদূর ভবিষ্যতেও জাগ্রত করা সম্ভব না হতে পারে। অমুসলিমদের মধ্যে বসবাসকারী মুসলিমদের মনোভাবও হয়তো সংশোধন করা যাবে না। তবে যারা ইসলামকে নিজেদের জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ, কমপক্ষে সেসব মানুষের অবস্থানকে তো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

ইসলামের আলোকে একটি নতুন সমাজ গড়া কি সম্ভব, যতক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুসলিম তাদের মিশনের ছায়ায় জড়ো না হবে? কিন্তু মুসলিমরা তাদের চিন্তা ও কর্মসূচিতে দাওয়াহর কাজকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়? তাদের সময়, মনোযোগ, সম্পদ ও কর্মতৎপরতার কতটুকু অংশ এ কাজে ব্যয়িত হয়? মুসলিমরা যেসব দেশে সংখ্যালঘু, সেখানে কি তারা কেবল সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয় টিকিয়ে রাখা নিয়েই তৃপ্ত নয়? এই যদি হয় অবস্থা, তাহলে কোন দুঃখে একজন অমুসলিম একটি সংখ্যালঘু সংস্কৃতির অংশ হওয়ার বিষয় বিবেচনা করবে! সেখানে তার জন্য কী আকর্ষণ আছে? গত ২৫ বছরে কোনো নওমুসলিম কি কোনো ইসলামি সংগঠন বা মঞ্চে কোনো উপযুক্ত স্থান পেয়েছে? এ সমস্ত সংগঠনের কর্মসূচিতে এমন কিছু কী আছে, যা তাদের জন্য আকর্ষণীয়? খুবই সাধারণ প্রশ্ন, অবশ্যই। এ প্রশ্নের জবাবই বলে দেবে আমরা দাওয়াহর ময়দানে কোন মাত্রার অনীহা ও উদাসীনতার মধ্যে আছি।

কমপক্ষে ইসলামি সংগঠনসমূহের উচিত, তাদের কোন কাজগুলোকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেবে তা দ্বিতীয়বার বিবেচনা করা এবং তাদের কর্মসূচিকে আরও পরিশুদ্ধ করা। ইসলামকে জীবনের মিশন বানানোতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়নি, এমন সংগঠনকেও এ পথে আহ্বান করা এবং উৎসাহ দেওয়া, যেন তারা তাদের চিন্তাধারা ও মনোভাবকে নতুন ধাঁচে ঢেলে সাজায়। এ কাজের অনেক ভালো সম্ভাবনা আছে। এ ধরনের আহ্বান ও উৎসাহ প্রদান দাওয়াহর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

উদাহরণ পেশের মাধ্যমে দাওয়াহর কাজ

মুসলিমদের আচার-আচরণ ইসলামের প্রকৃত উদাহরণ কি না—এ প্রশ্নকে অগ্রাহ্য করে দাওয়াহর কাজ সফলভাবে অগ্রসর হতে পারে না। দাঈ স্বীয় সত্তাকে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে পেশ করতে না পারলে দাওয়াহ ফলপ্রসূ হয় না। জাতি ও কমিউনিটি হিসেবে আচরণ ও ব্যবহার দিয়ে যে ভাবমূর্তি আমরা

তৈরি করেছি, শক্তিশালী করেছি, তাকে ইসলামের ভাবমূর্তি থেকে আলাদা করা সম্ভব নয়। ইতঃপূর্বে আমি বলেছি, আমাদের সাক্ষ্য ইসলামের পক্ষে যাওয়ার পরিবর্তে বিরুদ্ধে চলে যায়। ফলে আমাদের চরিত্র ও আচরণ ইসলামের এক মিথ্যা ভাবমূর্তি তৈরি করে। সত্যি বলতে মুসলিমদের আচার-ব্যবহারই দাওয়াহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পূর্বেই বলেছি, উচ্চতর পর্যায় এখন আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু নিচের দুই পর্যায়ে আমরা কিছু করতে পারি। প্রথমত, ব্যক্তিপর্যায়ে প্রত্যেকের উচিত তার নিজের সত্যের সাক্ষ্য (শাহাদাহ) নিরীক্ষা করে দেখা। তার ব্যক্তিত্ব ও আচরণ তার লোকালয়, কর্মস্থল ও কমিউনিটিতে ইসলামের কতটুকু প্রতিনিধিত্ব করে, তা খতিয়ে দেখা উচিত। আমরা ভুলে যাই, ব্যক্তিগত উদাহরণই দাওয়াহর জন্য প্রয়োজনীয় সবচেয়ে শক্তিশালী পাথেয়। দ্বিতীয়ত, আমাদের কথা ও কাজে ন্যায়বিচার, মানবকল্যাণ, মানুষের মর্যাদা ও স্বাধীনতাধ্বনি প্রতিফলিত হতে হবে। পরে এ বিষয়ে আরও বিস্তৃত আলোচনা করা হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

দাওয়াহর মৌলিক ধারণা ও কাঠামো

ইসলামে দাওয়াহর যে কেন্দ্রীয় অবস্থান, মুসলিম হওয়ার প্রকৃত যে অর্থ, তা মেনে নেওয়ার পর আমাদের চেষ্টা করা উচিত ওই সমস্ত পদ্ধতি স্থির করা—যা আমাদের দাওয়াহর অর্থ বলে দেবে এবং পথ দেখাবে।

আমি তিনটি মৌলিক ধারণার প্রতি দৃষ্টি দিতে চাই—যা আমার চোখে গুরুত্বপূর্ণ মনোভাব ও কর্মধারা অনুসরণ করতে জরুরি কাঠামো প্রদান করবে।

প্রথমত, ইসলামের ব্যাপারে একটি মৌলিক সত্য, যা রাসূল সা. দিয়ে গেছেন, তা হলো—এটি নতুন কোনো ধর্ম নয়; বরং এটি হচ্ছে আল্লাহর সর্বজনীন বাণী। প্রথম মানব—যিনি নবিও ছিলেন—ইসলামের যে মৌলিক বাণী পেয়েছিলেন, সর্বশেষ নবির বাণীও তা-ই।

কুরআন অত্যন্ত জোরালোভাবে ঘোষণা দেয়—সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ সা. সে সত্যই নিয়ে এসেছেন, যা পূর্ববর্তী রাসূলগণ নিয়ে এসেছিলেন। পূর্ববর্তীরা যা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি সেগুলো সত্যায়ন করতে এসেছেন; বর্জন করতে নয়। পূর্বেকার দ্বীনকে প্রবৃদ্ধি ও বিকৃতি থেকে বাঁচানোর জন্যই তাঁর আগমন; ছুড়ে ফেলে দিতে নয়। ইসলামে প্রবেশ করা মানে নিজের স্বভাব ও ইতিহাসের শেকড়ে ফিরে যাওয়া—এ সত্য আমাদের জানা। আমরা প্রায়ই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করি, কিন্তু খুব কমই বুঝতে পারি যে—অমুসলিম দাওয়াহর ক্ষেত্রে এর প্রভাব কতটা গভীর।

দ্বিতীয়ত, দুনিয়ার জাতিগুলোর মধ্যে আরেকটি নামসর্বস্ব জাতি হওয়ার জন্য মুসলিম উম্মাহকে গঠন করা হয়নি। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ও অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করাও মুসলিম উম্মাহর লক্ষ্য নয়। বরং এ উম্মাহকে উত্থাপিত করা হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। একটি জাতি তখনই সর্বোত্তম জাতি

হিসেবে পরিগণিত হয়, যখন সে সমস্ত জাতির স্বার্থে কাজ করে। আর তাদের সর্বোচ্চ স্বার্থ হচ্ছে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ وَ لَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ؕ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

“তোমরাই সর্বোত্তম জাতি; সমগ্র মানবজাতির (কল্যাণের) জন্যই তোমাদের বের করে আনা হয়েছে। অতএব, (তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে) তোমরা দুনিয়ার মানুষদের সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। আর তোমরা নিজেরাও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে। আহলে কিতাবরা যদি ঈমান আনত, তাহলে এটা তাদের জন্য ভালো হতো। তাদের মধ্যে কিছু ঈমানদার ব্যক্তিও রয়েছে, (তবে) তাদের অধিকাংশই হচ্ছে অপরাধী।” সূরা আলে ইমরান : ১১০

সকল সংগ্রাম ও সকল ইবাদতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতির সামনে সত্যের সাক্ষী হওয়া। সে সত্যের সাক্ষী হওয়া, যা আল্লাহ তাদের দিয়েছেন। অর্থাৎ, সে মিশন চালিয়ে যাওয়া, যা আল্লাহর রাসূল সা. সম্পাদন করে গেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَ جَاهِدُوْا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ ؕ هُوَ اجْتَبٰىكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ؕ مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرٰهِيْمَ ؕ هُوَ سَمّٰىكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ ۙ مِنْ قَبْلُ وَ فِيْ هٰذَا لِيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيْدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ۚۖ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اعْتَصِمُوْا بِاللّٰهِ ؕ هُوَ مَوْلٰىكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلٰى وَ نِعْمَ النَّصِيْرُ ﴿۷۸﴾

“তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেমনিভাবে তাঁর পথে জিহাদ করা উচিত। তিনি (দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্য) তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং (এই) জীবনবিধানের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের জাতির পিতা

ইবরাহিমের দ্বীনের ওপর (প্রতিষ্ঠিত থেকো); তিনি আগেই তোমাদের নাম রেখেছিলেন 'মুসলিম', এর (কুরআনের) মধ্যেও (তোমাদের এ নামই দেওয়া হয়েছে), তোমাদের রাসূল যেন তোমাদের (মুসলিম হওয়ার) ওপর সাক্ষ্য প্রদান করতে পারেন, আর তোমরাও (গোটা) মানবজাতির ওপর (আল্লাহর দ্বীনের) সাক্ষ্য প্রদান করতে পারো। তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা করো, যাকাত আদায় করো এবং আল্লাহর রশি শক্তভাবে ধারণ করো, তিনিই তোমাদের একমাত্র অভিভাবক। কত উত্তম অভিভাবক (তিনি), কত উত্তম সাহায্যকারী!" সূরা হজ : ৭৮

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖٓ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿۷﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ۡ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ؕ اِعْدِلُوْا ۟ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۡ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿۸﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۹﴾

"তোমরা তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামতসমূহ স্মরণ করো এবং তোমাদের কাছ থেকে যে পাকা প্রতিশ্রুতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন (সে কথাও স্মরণ করো)। (সেই প্রতিশ্রুতির সময়) যখন তোমরা বলেছিলে—হে আমাদের রব, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহর জন্য সত্য-ন্যায়ের সাক্ষী হয়ে অবিচলভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, (বিশেষ) কোনো সম্প্রদায়ের দুশমনি যেন তোমাদের এমনভাবে প্ররোচিত না করে যে, (এর ফলে) তোমরা (তাদের সাথে) ন্যায়-ইনসাফ করবে না। তোমরা ইনসাফ করো। কারণ, এটি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে চলার অধিক নিকটতর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত। যারা

ঈমান আনে ও নেক কাজ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের জন্য (তাঁর কাছে বিশেষ) ক্ষমা ও বড়ো পুরস্কার রয়েছে।" সূরা মায়িদা : ৭-৯

এটাও আমরা জানি, দৃঢ়তার সাথে বলি। কিন্তু খুব কমই চিন্তা করি যে, এখান থেকে আমরা দাওয়াহর জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারি।

তৃতীয়ত, দাওয়াহর লক্ষ্য কোনো বিতর্কে বিজয়ী হওয়া নয়; নিজে বিজয়ী হয়ে বিরোধীকে স্তব্ধ করে দেওয়া নয়; বরং দাওয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে একটি হৃদয়কে, একটি মনকে, প্রকৃতপক্ষে একটি জীবনকে আল্লাহর ওয়াস্তে সক্রিয় করে তোলা। সমান গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এ কথা স্বীকার করে নেওয়া যে, কোনো একজন ব্যক্তিকে সত্য পথে আনতে পারা আমাদের এমনকি নবিদেরও ক্ষমতাভুক্ত নয়। সুতরাং দাওয়াহ মহান ধৈর্যের দাবি রাখে, যেমনিভাবে নবি-রাসূলগণ তাঁদের দাওয়াহকর্মে ছিলেন ধৈর্যশীল। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿٣٥﴾

"(হে নবি) আপনি ধৈর্যধারণ করুন, ঠিক যেমনটি ধৈর্যধারণ করেছিলেন আমার সাহসী (নবি) রাসূলগণ। এ (নির্বোধ) ব্যক্তিদের ব্যাপারে আপনি কখনও তাড়াহুড়ো করবেন না। যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে, যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিল, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য কিছু মুহূর্ত অতিবাহিত করে এসেছে। (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র। (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের ছাড়া আর কাউকে কি সেদিন ধ্বংস করা হবে?" সূরা আহকাফ : ৩৫

কুরআনে এই মর্মে অসংখ্যবার রাসূল সা.-কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা খুবই বেশি। শত্রুকে পরাজিত করা, আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং যত মানুষকে নিজেদের পক্ষে আনা যায়, তার প্রবল উদ্দীপনা আপনাদের এ নির্দেশনা ভুলিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

সাধারণ মূলনীতি ও পদ্ধতিসমূহ

(Methodology)

বর্তমান সময়ের উপযোগী সাধারণ মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি গঠনে উল্লিখিত তিনটি মূলনীতি যথেষ্ট। আসুন, সেগুলোর সাথে আমাদের বর্তমান অবস্থা মিলিয়ে দেখি। আমাদের মাঝে বিদ্যমান ধারণাসমূহ ও মনোভাব পরীক্ষা করি এবং যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয় অথবা বিপরীত, সেগুলোকে যথাযথ বা বিশুদ্ধ কিছু দিয়ে বদলে নিই।

এক.

আমরা মানুষকে কোনো নতুন ধর্মের দিকে ডাকি না। আমরা ডাকি প্রবীণতম তথা তাদের 'নিজস্ব' ধর্মের দিকে। তারা সৃষ্টিকর্তার কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও তাঁর প্রেরিত সকল নবি-রাসূলের আনীত হিদায়াত অনুসরণের মাধ্যমে জীবনযাপন করবে। আমাকে যদি ভুল বোঝা না হয়, তাহলে সাহস করে বলতে পারি—আমরা কাউকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মের অনুগত হওয়ার আহ্বান জানাই না। কারণ, আমরা স্বীকার করে নিয়েছি—ইসলাম কোনো নতুন বা প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম নয় যে, মানুষ বশীকরণে অন্য ধর্মের সাথে প্রতিযোগিতা করবে।

ইসলাম হচ্ছে প্রাকৃতিক ও প্রাচীন ধর্ম। সমস্ত প্রকৃতি তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্যে জীবন অতিবাহিত করে। আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ সা. পর্যন্ত সমস্ত নবি-রাসূল একই দ্বীন নিয়ে এসেছেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, ইসলাম তার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। এ কথা এটাও বোঝায় না, সব ধর্ম সমানভাবে সত্য। কারণ, আমরা তো মুহাম্মাদ সা.-কে সর্বশেষ নবি ও কুরআনকে আল্লাহর শেষ ঐশীবাণী হিসেবে গ্রহণের আহ্বানই জানাচ্ছি। আমি

বোঝাতে চাচ্ছি, আমাদের বর্তমান অবস্থান থেকে অগ্রসর হয়ে আমাদের দাওয়াহর কারণ, পদ্ধতি, ভাষা ও স্টাইলের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন প্রয়োজন, যার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা কার্যকরভাবে উপস্থাপন করা যাবে।

দুই.

আমাদের প্রাথমিক ও মৌলিক দাওয়াহ হচ্ছে—যেভাবে কুরআন তুলে ধরেছে—সকলের সৃষ্টিকর্তা এক আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ, আখিরাতের জন্য জবাবদিহি ও আল্লাহর রাসূলের অনুসরণ এবং তার ভিত্তিতে একটি নতুন পৃথিবী গড়ে তোলা, যেখানে ন্যায় (জাস্টিস) বিজয়ী হবে। গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ পেশ করা ছাড়াই নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে, এটাই প্রতিটি ধর্মের মূলকথা। এ দিকেই আমরা সবাইকে ডাকি। আল্লাহর কাছে একমাত্র (সত্য) পথ হচ্ছে তাঁর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ ﴿۲۵﴾

> "আমি আপনার পূর্বে কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি এ ওহি ছাড়া যে, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত করো।" সূরা আম্বিয়া : ২৫

তিন.

অন্য ধর্মের দোষ বর্ণনাপূর্বক তা বর্জনের আহ্বান নয়; বরং তাদের ও আমাদের মাঝে মিলগুলো নিয়ে ভাবার আহ্বানের মাধ্যমেই আমাদের কাজ শুরু করা উচিত। অমুসলিমরা যা গ্রহণ করে অথবা যে জিনিস তাদের গ্রহণীয় বিষয়টিকেই অনুসরণ করে, অর্থাৎ এক রবের বন্দেগি করা—সে দিকেই আমরা তাদের আহ্বান জানাই। মুশরিক ও মূর্তিপূজকদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার সময় এমন প্রশ্ন সামনে আনা হয়েছে যে, কে সৃষ্টি করেছে আসমান ও জমিন? আর আহলে কিতাবদের প্রতি সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۶۴﴾

> "আপনি বলুন—হে আহলে কিতাব, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যে কালিমা অভিন্ন তার দিকে আসো। আমরা আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করব না, কাউকে শরিক করব না এবং আল্লাহ ছাড়া পরস্পর একে অপরকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। অতঃপর তারা যদি (এ আহ্বান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদের আপনি বলে দিন—তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা (আল্লাহর সামনে) আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।" সূরা আলে ইমরান : ৬৪

আবারও স্পষ্ট করতে চাই, এর অর্থ এটা নয় যে, আমরা আমাদের অবস্থান পরিবর্তন করছি। একমাত্র আল্লাহকে বিশ্বাস করা অবশ্যই সেভাবে হতে হবে, যেভাবে তিনি নবিদের মাধ্যমে শিখিয়েছেন; মনগড়াভাবে নয়। আর নবিদের মধ্যে সর্বশেষ নবি হচ্ছেন মুহাম্মাদ সা.; সুতরাং তাঁর তরিকায় হতে হবে। এভাবে গুরুত্বের (প্রায়োরিটি) পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে আমাদের ধরন, মনোভাব ও বিতর্কের মধ্যে আমূল পরিবর্তন সাধন করা।

চার.

মানুষদের অবহিত করা যে, আমরা তাদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার দিকে নয়; বরং তাদের ধর্মে যে আল্লাহ ও রাসূলদের কথা আছে—যাদের সর্বশেষ হচ্ছেন মুহাম্মাদ সা.—সে দিকে আহ্বান জানাই। বিষয়টি শুধু একটি শাব্দিক অনুশীলন হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তো এটা হতে পারে যে, গত চৌদ্দশত বছরে ইতিহাসে যেসব বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা আমরা কাউকে মেনে নিতে বাধ্য করব না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলিমরাও অবশ্যই বিপথগামী হয়েছে।

পাঁচ.

মুসলিমরা অতীতে যা করেছে অথবা বর্তমানে করছে, তার দায়িত্ব ঘাড়ে নেওয়া বা তা যথাযথ বলে প্রমাণের চেষ্টা করার প্রয়োজন আমাদের নেই। এটা মোটেও জরুরি নয়। সাধারণভাবে মুসলিমদের এবং যারা অমুসলিম সমাজে বাস করে তাদের অনৈসলামিক আচার-আচরণ আমরা বদলাতে পারব না। কিন্তু নিশ্চয় এই নীতিকে অনুসরণ করা থেকে বিরত থাকতে পারি যে, আমার জাতি ঠিক হোক বা ভুল হোক (My nation right or wrong), তাকে

আমি সমর্থন করব। আরও একধাপ এগিয়ে, আমাদের অতীত বা বর্তমান আচরণে কুরআন-সুন্নাহর নীতিবহির্ভূত যা কিছু পাওয়া যায়, তা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করা উচিত। এটা কি ইস্তিগফার বা ক্ষমাপ্রার্থনার মর্মার্থ নয়? এ ক্ষেত্রে আমাদের উচিত কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতের ছাঁচে নিজেদের গড়ে তোলা—আপনি বলুন, আসো তোমাদের রব যা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন তা তোমাদের পড়ে শোনাই... আর পূর্ণ পরিমাপ করবে এবং ন্যায়ের মাপকাঠি বজায় রাখবে। আমি কারও ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা অর্পণ করি না। আর যখন কথা বলবে, তখন ন্যায়ানুগ কথা বলবে; যদিও তা স্বজনদের বিরুদ্ধে যায়। কুরআনের আহ্বান হচ্ছে—

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“হে ঈমানদাররা, তোমরা ইনসাফের ওপর (দৃঢ়ভাবে) কায়েম থেকো এবং আল্লাহ তায়ালার জন্য সত্যের সাক্ষী হয়ে যাও। যদি এ (কাজ)টি তোমার নিজের পিতামাতার কিংবা নিজের আত্মীয়স্বজনের বিপক্ষেও যায় (তবুও তোমরা তা পালন করবে), সে ব্যক্তি ধনী হোক কিংবা গরিব হোক! (মনে রাখবে) তাদের উভয়ের চেয়ে আল্লাহ তায়ালার অধিকার অনেক বেশি। অতএব, তুমি কখনও ন্যায়বিচার করতে গিয়ে নিজের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না। যদি তোমরা প্যাঁচানো কথা বলো কিংবা (ইনসাফ থেকে) বিরত থাকো, তাহলে (জেনে রেখো)—তোমরা যা কিছুই করো না কেন, আল্লাহ তায়ালা তার খবর রাখেন।” সূরা নিসা : ১৩৫

ছয়.

সমগ্র মানবজাতির কাছে যে সুস্পষ্ট ঐশীবাণী প্রেরণ করা হয়েছে, সর্বশেষ নবির অনুসারী হিসেবে তাঁর ট্রাস্টি হচ্ছি আমরা মুসলিমরা। সুতরাং আল্লাহপ্রেরিত ওহির দিকে মানুষকে ডাকার দায়িত্ব আমাদের। পথহারা মানুষের দায়দায়িত্ব কি একটা বড়ো পরিসরে আমাদের ওপর বর্তায় না? আজ

যারা কাফির, তাদের কুফুরির জন্য তারা কতটা দায়ী, আর যারা নিজেদের সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্ব অবজ্ঞা করছে বা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে তারা কতটা দায়ী? সত্যকথা, মুসলিম আছে এবং আছে কাফিরও। সুতরাং, কুফর ও ইসলামের এ বিভেদসীমা মুছে ফেলা বা সংজ্ঞা পরিবর্তনের কোনো চেষ্টা অবশ্যই উচিত নয়। কিন্তু এ অবস্থান থেকে আমাদের দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু করা কি উচিত ও ইসলামসম্মত? আজকের সকল মুসলিমকে ইসলামি আদর্শের সত্যিকার দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাদের সামষ্টিক আচরণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইসলামের অনুগামী নয়। আজকের কাফিররা এমন কাফির নয়, যারা সত্যকে ভালোভাবে জানাশোনার পর প্রত্যাখ্যান করেছে এবং স্বেচ্ছায় ইসলামের সাথে শত্রুতার পথ বেছে নিয়েছে। আমার মতে এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই যে, আমরা আমাদের দাওয়াহ কার্যক্রম শুরু করব দুনিয়াকে দুটি শত্রুতাপরায়ণ শিবিরে বিভক্ত চিন্তা করে—কাফির আর মুসলিম। এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজিদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহকে সামনে রাখা উচিত—

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَ اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۷﴾ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۹﴾

"আশা করা যায়, তোমাদের ও যাদের সাথে আজ তোমাদের শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছে, তাদের মাঝে আল্লাহ তায়ালা (একদিন) বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লাহ (সবই) করতে পারেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং কখনও তোমাদের নিজেদের বাড়িঘর থেকেও বের করে দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া দেখাতে এবং তাদের সাথে ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ কখনও নিষেধ করেন না। অবশ্যই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ তায়ালা কেবল তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে,

> (একই কারণে) তোমাদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে এবং তোমাদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করেছে। (এসব কিছু করার পরও) যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, তারা অবশ্যই জালিম।" সূরা মুমতাহিনা : ৭-৯

"প্রত্যেক কাফির মুসলিমদের শত্রু; তারা সবাই ইসলামের দুশমন"—এমন মনোভাব আমাদের মধ্যে রয়েছে। আমাদের দীর্ঘ দ্বন্দ্বের ইতিহাস, বর্তমান বিরোধ, আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে এটাই আমাদের সাধারণ প্রবণতা। সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিত, কীভাবে আল্লাহর রাসূলগণ তাঁদের সময়কার পৃথিবীর পরিস্থিতি সামলেছিলেন। দেখুন, তাদের সম্বোধন ছিল—'হে আমার জাতির লোকজন', 'হে মানবসমাজ'। শুরুতে তাদের কাফির হিসেবে সম্বোধন করা হয়নি, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কুফরি ইচ্ছাকৃত ও গভীরভাবে প্রোথিত হয়ে ধরা দিয়েছে। অনুরূপভাবে কুরআন মাজিদ আহলে কিতাব ও মূর্তিপূজকদের দুটি ভিন্ন শ্রেণি হিসেবে সম্বোধন করেছে। যদিও তাদের শিরক ও কুফরি উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে। দেখুন, কুরআন কীভাবে শত্রুতাপোষণকারী ও অবিশ্বাসী এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করেছে—

> "যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে, হয়তো আল্লাহ তাদের ও তোমাদের মাঝে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দেবেন। দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করেনি, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায় আচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। আল্লাহ শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে। সুতরাং যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে, তারা তো জালিম।"

সাত.

মুসলিম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে গত চৌদ্দশ বছরের ইতিহাস হলো সর্বপর্যায়ে দ্বন্দ্বময় ইতিহাস। বিশ্বাস, নৈতিকতা, চিন্তাধারা, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই এ দ্বন্দ্ব বিরাজমান। গত তিনশত বছরে পাশ্চাত্য মুসলিমদের ব্যাপকভাবে শোষিত ও বঞ্চিত করেছে। সুতরাং ঐতিহাসিক এবং বর্তমান দ্বন্দ্ব

ও শত্রুতার জন্য পাশ্চাত্যের নিন্দা করার যুক্তিসংগত কারণ আছে। (যদিও সিসিলি ও পূর্ব ইউরোপে মুসলিম আধিপত্যের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের ধারণাও সুখকর নয়)। পাশ্চাত্য ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারার বিপদাপদ আমাদের উন্মুক্ত করতে হবে। কিন্তু তা কি আমাদেরকে পাশ্চাত্য বা সাদা মানুষ বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিবেচনাহীন অপমানজনক গালমন্দ করার অনুমতি দেয়? আমি মনে করি—না। কারণ, পশ্চিমা বা হিন্দু বা সাদা হওয়ার কারণেই একজন ব্যক্তি মন্দ হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান না আনার কারণে একজন ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে অসৎ হয় না। তবুও আমাদের মনোভাব ও ভাষায় এই অপব্যবহার বিদ্যমান। এটা তো নয় যে, আমরা কুফর, পশ্চিমা চিন্তা ও সমাজের বিরুদ্ধে জোরদার ও বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করব না। এটা আমাদের দায়িত্ব (যদিও এ দায়িত্ব খুব কমই আমাদের মনোযোগ পায়)। এটাও নয় যে, আমরা পশ্চিমা শক্তির ঐতিহাসিক ও বর্তমান অপরাধ ও অপকর্মসমূহ প্রকাশ করব না। কিন্তু তা করতে হবে একজন সার্জনের সমবেদনাপূর্ণ সুনিপুণ ধারালো ব্লেড দিয়ে; একজন কসাইয়ের মতো নয়। যেমন, কুরআন মাজিদ বারণ করেছে প্রতিমাগুলোর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে। কুরআন সাধারণত মানুষের নিন্দা করে না; বরং তাদের মন্দ কাজের নিন্দা করে।

আট.

যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করেছি এবং ইসলামের দাওয়াত পাওয়ার পরও একজন লোক বুঝেশুনে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে একজন সম্ভাব্য মুসলিম হিসেবে দেখতে হবে; শত্রু হিসেবে নয়। তাদের কথা আলাদা, যারা ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে খোলাখুলি শত্রুতা ও আগ্রাসনে লিপ্ত। এই মনোভাব আমাদের অবস্থানের সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক ফলাফল যে, মানুষকে সর্বোত্তম ছাঁচে তৈরি করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলছেন—

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ﴿٤﴾

“অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে পয়দা করেছি।” সূরা ত্বিন : ৪

আল্লাহর ওপর পরিপূর্ণ সমর্পণ করা হচ্ছে মানুষের সত্য প্রকৃতি-স্বভাব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ۚ فِطْرَتَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

> "(হে নবি,) আপনি নিষ্ঠার সাথে নিজেকে দ্বীনের জন্য কায়েম রাখুন। আল্লাহ তায়ালার প্রকৃতি হচ্ছে, যার ওপর তিনি মানুষকে পয়দা করেছেন; (মনে রেখো) আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে কোনো রদবদল নেই। এই হচ্ছে সহজ-সরল জীবনবিধান, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" সূরা রুম : ৩০

প্রত্যেক নবি একই দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন—এই ধারণা দাওয়াহ, দাওয়াহর পদ্ধতি ও কর্মপন্থা এবং আমাদের নিষ্ঠার ওপর বিরাট প্রভাব ফেলবে। পূর্বপ্রচলিত ধারণা ও মনোভাব ছেড়ে নির্দ্বিধায় প্রত্যেক নারী ও পুরুষের কাছে বার্তা পৌছাতে এটি আমাদের উৎসাহিত করবে। আমাদের মহৎ হৃদয়ের অধিকারী, সহানুভূতিশীল ও আন্তরিক বানাবে—যা দাওয়াহর জন্য অত্যন্ত জরুরি। এমন অনেক বাধা ভেঙে ফেলবে—যা আমাদের দাওয়াহর কাজ এগিয়ে নেওয়ার পথে বাধা হয়ে আছে।

নয়.

দাওয়াহর ক্ষেত্রে ভাষা ও বিষয়বস্তু নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মূল বাণী থাকবে অপরিবর্তনীয়। কিন্তু সে বাণী এমন উপায়ে পৌছাতে হবে, যাতে সম্বোধিত ব্যক্তি অনায়াসে বুঝতে পারেন। সকল রাসূলই তাঁদের জনগণের উপযুক্ত ভাষা ও বিষয়বস্তু ব্যবহার করেছিলেন। যেমন—শুরুতেই ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের মতো ভাষা ব্যবহার পশ্চিমা সমাজের জন্য এখনও উপযোগী নয়। তার পরিবর্তে আল্লাহর ওপর পুরো সমর্পণ ও রাসূল সা.-এর আনুগত্য, দুনিয়ার জন্য একটি ন্যায়ানুগ নির্দেশনা (Just World Order)-এর দাওয়াহ বেশি অনুকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

দশ.

সর্বাবস্থায় সকলের প্রতি আমাদের নীতিবান ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে; তাদের ধর্ম, বর্ণ, রং ও সামাজিক মর্যাদা যা-ই হোক না কেন। আল্লাহ আমাদের ন্যায়পরায়ণ ও দয়াবান হওয়ার হুকুম করেছেন। আমরা সর্বশেষ রাসূলের প্রতিনিধি, যাঁকে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে মেহেরবান, দয়ালু ও রাহমাতুল্লিল আলামিন (সকল সৃষ্টির প্রতি দয়াবান) বলে উল্লেখ করেছেন। ইসলামের মূল ও দাওয়াহর কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে—মানবজাতির কল্যাণ ও সেবায় গভীরভাবে জড়িত হওয়া। কুরআন এই মূল্যবোধ ও আচরণকে আল্লাহর ওপর ঈমান ও তাঁর ইবাদতের সমতুল্য স্থান দেয়। যে সমাজে মুসলিমরা বসবাস করে, সে সমাজের অবহেলিত, একাকী, বৃদ্ধ, ক্ষুধার্ত মানুষের ব্যাপারে মুসলিমরা কেন উদাসীন হবে?

ইসলামের মৌলিক বাণী তাওহিদ, রিসালাত ও আখিরাতকে সমাজের উদ্‌বেগ ও অভিজ্ঞতার সাথে প্রাসঙ্গিক করে পেশ করতে হবে। যেমন, ইসলামি দাওয়াহ কেন পারমাণবিক অস্ত্র, বেকারত্ব, বয়োবৃদ্ধ ইত্যাদি প্রশ্নে নির্বিকার থাকবে? ইসলামকে অবশ্যই নীতি-নৈতিকতার সব বিষয় সম্পর্কে উদ্‌বিগ্ন হতে হবে। লুত আ. তাঁর জাতির অবাধ যৌনাচার, শুয়াইব আ. তাঁর জাতির অবিচার ও অর্থনৈতিক ব্যাধি এবং মুসা আ. ফিরাউনের স্বেচ্ছাচারিতা ও নির্যাতন নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা করেন। একইভাবে আমাদের দাওয়াহ আমাদের সমাজের ও রাষ্ট্রের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে।

উপসংহার

উপসংহারে বলতে চাই—কাজ অনেক বড়ো ও জটিল, কিন্তু তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য। বড়ো বড়ো সমস্যার কোনো তাৎক্ষণিক সমাধান নেই। কিন্তু দাওয়াহর মতো একটি ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিস অবশ্যই ব্যক্তি ও ছোটো গ্রুপ দিয়েই শুরু করতে হবে। আমাদের কাছে কিছু সহজ সমাধান আছে, যা বাস্তবায়ন করা যায়।

প্রথমত, আমাদের মধ্যে যতজনের পক্ষে সম্ভব ব্যক্তিগতভাবে আমরা দাঈ হয়ে ওঠি—যারা রাসূল সা.-এর মিশনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত; যারা তাদের সম্পূর্ণ জীবন রাসূল সা.-এর একজন প্রতিনিধি হিসেবে যাপন করবে এবং আল্লাহর রাসূলগণের মতো একই পদ্ধতি অনুসরণ করবে।

দ্বিতীয়ত, আমরা এমন দাওয়াতি গ্রুপ তৈরি করতে পারি, যারা দাওয়াহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেবে এবং এ কাজের জন্য উৎসর্গিত হবে।

তৃতীয়ত, যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তারা শুধু সত্য আবিষ্কার করে ও তাদের ধর্ম পরিবর্তন করেই সন্তুষ্ট হবে না। সত্য মানুষের জানা উচিত, এটাই সত্যের দাবি; অতএব, নওমুসলিমদের উচিত, নিজের কম্যুনিটির লোকদের কাছে সত্যের বাহক হওয়া। কেবল তারাই কার্যকরভাবে এ কাজ করতে পারবে। কুরআন মাজিদে স্বজাতির লোকদের কাছে দাওয়াহর অধিকতর সুফলের দিকটি উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

وَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ؕ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۴﴾

"আমি কোনো নবিই এমন পাঠাইনি, যিনি তাঁর জাতির ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছাননি), যাতে করে তিনি তাদের কাছে (আমার আয়াত) স্পষ্ট করে দিতে পারেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যাকে চান তাকে গোমরাহ করেন, আবার যাকে চান তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাকুশলী।" সূরা ইবরাহিম : ৪

*****

অমুসলিম দাওয়াহ :
কুরআনি নির্দেশিকা

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি

উপমহাদেশের নেতৃস্থানীয় ইসলামি চিন্তাবিদ অক্সফোর্ড সেন্টার ফর ইসলামিক স্টাডিজের চেয়ারম্যান সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভি ১৯৯১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাজ্যের লেস্টারে অবস্থিত ইসলামিক ফাউন্ডেশন সফর করেন। সফরকালে উপস্থিত বুদ্ধিজীবী ও ইসলামি চিন্তাবিদদের সামনে পাশ্চাত্যে দ্বীনের দাওয়াহ সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তৃতাটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয় এবং দাওয়াহর ময়দানে উত্তম নির্দেশনা হিসেবে ভূমিকা রাখে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ
فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَ يَضْرِبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾

"আপনি কি লক্ষ করেননি, আল্লাহ তায়ালা 'কালিমায়ে তাইয়িবা'র কী (সুন্দর) উপমা পেশ করেছেন? (এবং সেটি হচ্ছে—এ কালিমা) যেন একটি উৎকৃষ্ট গাছ, যার মূল (জমিনে) সুদৃঢ়, যার শাখা-প্রশাখা আসমানে বিস্তৃত। প্রত্যেক মৌসুমেই এই গাছ তার মালিকের আদেশে ফল দেয়। আল্লাহ তায়ালা মানুষদের জন্য (এভাবেই) উপমা পেশ করেন। আশা করা যায়, তারা (এ থেকে) শিক্ষাগ্রহণ করবে।" সূরা ইবরাহিম : ২৪-৪৫

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিদর্শনের পেছনে আমার উদ্দেশ্য ছিল এর দাওয়াহ কার্যক্রম, শিক্ষামূলক ও গবেষণাকেন্দ্রিক প্রোগ্রামসমূহ পর্যবেক্ষণ করা। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল একজন ভ্রমণকারী হিসেবে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম থেকে ফায়দা হাসিল করা। কিন্তু আমাকে আপনাদের সামনে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আমি সম্পূর্ণ ফাঁকা মন নিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমি পুরো ভরসা করছি আল্লাহর ওপর। এমন সব অবস্থায় আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার আছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে—কুরআনের বাণী আমাকে পথ দেখায় এবং সবসময় একটি উপায় বের করে দেয়।

একটি শাশ্বত নির্দেশিকা হিসেবে কুরআন সবসময় বাস্তবতা উন্মোচন করে। আমাদের সামনের বহু দিক ও বিভাগের অলৌকিকত্ব (মুজিযা) তুলে ধরে। উল্লিখিত আয়াত যেকোনো কালের জন্য ইসলামি দাওয়াহর পথনির্দেশনা দেয় এবং মানবতাকে বিপদ থেকে রক্ষায় সাহায্য করে। এ আয়াতগুলো মুক্তির পথ চিত্রায়িত করে। সহজভাবে কুরআনের অলৌকিক গুণাগুণের সারসংক্ষেপ

বাতলে দেয়। পুরো কুরআন অলৌকিকভাবে ছন্দময়। আরবি সাহিত্যের একজন ছাত্র হিসেবে অতিরঞ্জনের ভীতি ছাড়াই আমি এ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি যে, কুরআনের প্রতিটি শব্দ একেকটি অলৌকিকতা।

দাওয়াহ : কুরআনি আদর্শ

কুরআন মাজিদের আলোচ্য আয়াত আমাদের নজরে চিত্রায়িত করে—কীভাবে আমরা একটি বিশেষ সময় ও স্থানে দ্বীনের দাওয়াহর কাজ করব। কীভাবে ইসলামকে পেশ করা হবে, কীভাবে মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকা হবে, কীভাবে ইসলামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসমূহ উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরা হবে এবং কীভাবে মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনের সফলতার জন্য পথ দেখানো হবে? এই আয়াতগুলো স্থান ও কালের ভেদাভেদ গ্রহণ করে দাওয়াহর ভিত্তি, উৎস ও চূড়া সম্পর্কে কথা বলে।

আসুন, আমরা আয়াতে যে ভালো গাছের উপমা দেওয়া হয়েছে, তার সম্পর্কে চিন্তা করি। সবার আগে যে শর্ত তা হচ্ছে—এই গাছটিকে হতে হবে উত্তম। অন্যকথায় আল্লাহর নজরে সফলতার পূর্বশর্ত হচ্ছে উত্তম হওয়া। শুধু বুদ্ধিমত্তা, উচ্চমানের আদর্শ, অঢেল সম্পদ, বিশাল সংগঠন, বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা আল্লাহর দৃষ্টিতে মূল্যায়ন পায় না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, এগুলোকে একটি উত্তম উদ্দেশ্যের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। ব্যক্তির দাওয়াতি প্রচেষ্টার মূল চালিকাশক্তি হবে উত্তম এবং দাওয়াহর উদ্দেশ্য হবে সেই উত্তমতাকে ছড়িয়ে দেওয়া।

আল্লাহ তায়ালা বলছেন—'আপনি কি লক্ষ করেননি, কীভাবে আল্লাহ উত্তম বাণীর উদাহরণ দিচ্ছেন?' প্রথমত, বাণী বা সংবাদ হবে ভালো। শুধু শব্দ ভালো হওয়াটা যথেষ্ট নয়। সাহিত্য, কাব্য, গ্রিকদর্শন ও যুক্তিবিজ্ঞানে একটি সাধারণ ভুল ধারণা আছে যে, প্রসঙ্গ ও বক্তব্যের চেয়েও ভাষাগত দক্ষতাই হচ্ছে গৌরবজনক। সে দৃষ্টিকোণ থেকে মনে করা হয় যে, বক্তব্যের সার যা-ই হোক না কেন সেটি যদি উত্তমভাবে উপস্থাপিত হয়, প্রকাশভঙ্গি যদি নৈপুণ্যপূর্ণ হয়, শব্দ-বাক্য যদি শৈল্পিক হয়, সেটাই যথেষ্ট। পৃথিবীজোড়া সাহিত্য অধ্যয়নে লক্ষ করা যায় যে, গুরুত্ব শুধু শব্দের লালিত্যের ওপর; বক্তব্যের উত্তমতা এখানে খুব একটা গ্রাহ্য করা হয় না। কিন্তু এই আয়াতে বলা হচ্ছে, বাণীটাও উত্তম হতে হবে, আবার সেটার উপস্থাপনও উত্তম হতে হবে। কাজেই উত্তম বার্তার সফলতার জন্য মৌলিক শর্ত হচ্ছে—তা ভালো

শব্দসংবলিত হবে এবং তা ভালো উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করবে। বার্তা শুধু ভাষার চতুরতায় ব্যক্ত হওয়া উচিত নয়। কিছু লোক শুধু বার্তার এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা তৃপ্ত।

ধর্মীয় ও ধর্মতাত্ত্বিক মনস্তত্ত্ব এবং ধর্মীয় আন্দোলনসমূহের ইতিহাস অধ্যয়নকালে তৎক্ষণাৎ পর্যবেক্ষণ করা যায় যে, সাধারণভাবে বার্তার বাহ্যিক দিকটাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। বার্তার কৌশলগত ও চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনাকে অন্তর্নিহিত মূল্যের চেয়ে বেশি গ্রাহ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ, বার্তার মৌলিক উত্তমতার চেয়ে গৌণবিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বার্তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, স্রষ্টা ও ঐশীবাণীর সাথে তার সম্পর্ক এবং ধর্মগ্রন্থ ও নবিদের বার্তার সাথে দায়বদ্ধতার দিকে খুব কম নজর দেওয়া হয়েছে। বার্তার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয় বাগ্মিতার নৈপুণ্য, ভাষালংকার, তেজস্বিতার কৌশল ও প্রকাশের সূক্ষ্মতার দিকে। বরং এগুলো হবে বার্তার বাহন; উদ্দেশ্য নয়।

কুরআনের উপমা

উল্লিখিত আয়াতে ভালো কথাকে ভালো গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অসংখ্য বস্তুর সাথে এর তুলনা করা যেত। যেমন—মুক্তা, গহনা, স্বর্ণ, রৌপ্য, ফল ও ফুল। কিন্তু ভালো কথার যে উর্বরতা ও চিরস্থায়ী মূল্যবোধ, তা ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে ভালো গাছের চেয়ে উত্তম উপমা আর কিছু হতে পারে না। তবে সেই গাছকে হতে হবে উৎকৃষ্ট বা ভালো। সুতরাং কুরআন একে ভালো গাছ হিসেবে উল্লেখ করেছে। কেননা, অন্য কোনো অবস্থায় ভালো ফলাফল চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। একই অলৌকিক ভঙ্গিতে কুরআন উপমাকে বর্ধিত করেছে এভাবে—"যার ভিত্তি অত্যন্ত মজবুতভাবে স্থাপিত এবং যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত।" প্রকাশভঙ্গির অর্থপূর্ণতা ও উজ্জ্বলতার প্রতি খেয়াল করলে প্রতীয়মান হয়, আয়াতগুলো ধারণ করে আছে বেহেশতি দ্বীনের ইতিহাস, রাসূলদের কষ্টসাধ্য মিশন এবং দ্বীন কর্তৃক অগণিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর। এই ইতিহাস এ পর্যন্ত পর্যাপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। নিঃসন্দেহে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অসংখ্য মহান ব্যক্তি এই মহান কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, যদিও আমরা তাদের সম্পর্কে খুব কম জানি।

"একটি ভালো গাছের ভিত্তি মজবুতভাবে জমিনে স্থাপিত এবং যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত" বলার মাধ্যমে রাসূল সা.-এর বিপ্লবী বার্তা বা দাওয়াহর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা জাতিসমূহকে আমূল বদলে দেয়। এটা

ইতিহাসের গতি পালটে দেয়। মানুষের চিন্তাজগতে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, জাতির পর জাতি এ বাণী বুকে জড়িয়ে রাখে। একটি সাধারণ শব্দ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে পৌঁছে দিলে কী আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়, তার দৃষ্টান্ত দেওয়ার লক্ষ্যে আমি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার অবতারণা করতে চাই। এটা আমার যুক্তিকে শক্তিশালী করার জন্য। শুধু জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, উপস্থাপনার কৌশল ও বাগ্মিতা অন্যদের সজাগ করার জন্য যথেষ্ট নয়। বার্তার কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত জরুরি যে বিষয়, তা অন্তরের অন্তস্তল হতে উৎপন্ন হয়। ইসলামের অসাধারণ বিস্তার ও বিস্ময়কর বিজয়ের পেছনে প্রধান কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে, তার বার্তা ও অর্থ সর্বাধিক আন্তরিকতার সাথে পৌঁছানো হয়েছে। অন্তরনিঃসৃত বার্তাই অন্য অন্তরে প্রভাবশালী হয়ে প্রবেশ করে। এখানে আমি সেই ঐতিহাসিক ঘটনা উল্লেখ করতে চাই, যা টি. ডব্লিউ. আরনল্ডের *দি প্রিচিং অব ইসলাম* এবং অন্যান্য তুর্কি ও পারস্য উৎসসমূহে নথিভুক্ত করা হয়েছে। আমি প্রথমে আরনল্ডের বর্ণনা উল্লেখ করব। তুর্কি ও পারস্য উৎসে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে, তাও পরে উল্লেখ করা হবে।

একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত

তুঘলক তৈমুর খান (১৩৪৭-১৩৫৬) ছিলেন মোঙ্গলরাজ বংশোদ্ভূত। তিনি ছিলেন কাশগড়ের রাজপুত। হিজরি ৭ম শতাব্দী মোতাবেক খ্রিষ্টীয় ১৩ শতাব্দীতে মোঙ্গল অথবা তাতারিরা তুর্কিস্তান ও ইরান দখল করে বাগদাদ অভিমুখে রওনা হয়। ১২৫৮ সালে তারা বাগদাদ ধ্বংস করে এবং তদানীন্তন মুসলিম খিলাফতের ওপর মরণ আঘাত হানে। তখন ব্যাপকভাবে মনে করা হতো যে, ইসলামকে আর শক্তি হিসেবে গণ্য করা হবে না। মোঙ্গল রাজবংশের একটি শাখা তুর্কিস্তান শাসন করত। তুঘলক তৈমুর ছিলেন তুর্কিস্তানের উত্তরাধিকারী। একদা তিনি শিকারে বের হলেন। শিকারিদের অনেক কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধবিশ্বাস ছিল, যদিও তা ভিত্তিহীন।

তুঘলক তৈমুর হরিণ বা সিংহ বধ করতে শিকারে বের হলেন। আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলো তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে তার মাধ্যমে তার জাতিকে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় দেওয়ার। শিকারের জন্য নির্দিষ্ট করা এলাকাকে চতুর্দিক থেকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যেন বাইরের কোনো মানুষ অনুপ্রবেশ করতে না পারে। কিন্তু একজন পারসিক শাইখ অজ্ঞাতসারে সংরক্ষিত এলাকায় অনুপ্রবেশ করে বসেন। রাজপুত্র হুকুম করেন, যেন তাকে হাত-পা বেঁধে তার কাছে সোপর্দ করা হয়। রাজপুত্র রাগতস্বরে শাইখকে

বলেন—'একটা কুকুরও একজন পারসিকের চেয়ে মূল্যবান। সত্যি কি না?' শাইখ উত্তর দিলেন—'যদি আমাদের ঈমান সঠিক না থাকে, তাহলে অবশ্যই আমাদের আজ্ঞাবহ কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট হওয়া উচিত।' যুবরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'কী সেই সঠিক বিশ্বাস?' শাইখ তার সামনে ইসলামের বিশ্বাসসমূহ এমন আবেগ ও উৎসাহের সাথে পেশ করলেন যে, যুবরাজের পাথরের মতো শক্ত অন্তর মোমের মতো গলতে লাগল। তিনি অবিশ্বাসের এমন এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরলেন, রাজপুত্র তার ভুলের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন—আমার সাথে কিছুদিন ধৈর্যসহকারে থাকুন এবং আমি যখন পূর্বপুরুষের রাজ্যের মালিক হব, তখন আবার আমার কাছে আসবেন।'

শাইখ যুবরাজকে যা বলেছিলেন, তা সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে পেশ করেছিলেন। সুতরাং তা তার হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করেছিল। আল্লাহ তায়ালা শাইখকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এভাবে যথোপযুক্ত পন্থায় ইসলামকে পেশ করার জন্য। দাওয়াহ যদি এমন ব্যক্তি দ্বারা উপস্থাপন করা না হয়, যার হৃদয় আন্তরিকতার আলো দ্বারা আলোকিত এবং যিনি স্বীয় অনুভূতি ও দৃঢ় বিশ্বাসসহ দাওয়াহ পেশ করেন, তাহলে শ্রোতার হৃদয়-মনের পরিবর্তন আশা করা যায় না। আরনল্ডের বর্ণনা লক্ষ করার পর আসুন তুর্কি ও পারসিক সূত্রের প্রতি তাকাই, যা আরও নির্ভরযোগ্য। তাদের সূত্রমতে, রাজপুত্র শাইখকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কে বেশি মূল্যবান, একটি কুকুর না একজন পারসিক?' শাইখ উত্তর দিলেন—'এখন এবং এখানে এ সিদ্ধান্ত দেওয়া সম্ভব নয়।' রাজপুত্র রেগে গিয়ে বললেন—'কেন? বলুন আমাকে, কে বেশি মর্যাদাবান। একটি কুকুর না একজন পারসি?'

ওইদিন যদি শাইখ বলতেন একজন পারসিই বেশি মর্যাদাবান, তাহলে যুবরাজ তাকে হত্যা করে ফেলতেন। আর যদি তিনি বলতেন কুকুর বেশি মর্যাদাবান, তাহলে রাজপুত্র শাইখকে মর্যাদাহানি করার উদ্দেশ্যে সফল হতেন এবং তাকে ছেড়ে দিতেন। যুবরাজ উত্তরের জন্য কঠোর হলে শাইখ জবাব দিলেন—'যদি আমি ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করি, তাহলে আমি মর্যাদাবান আর না হয় কুকুর আমার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান।' অতঃপর যুবরাজ শাইখকে তাঁর ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি তা ব্যাখ্যা করেন।

এ ঘটনার পর শাইখ তৈমুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলেন, তার সাথে সাক্ষাৎ করে তার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য।

কিন্তু সে সৌভাগ্য তাঁর হলো না। মৃত্যুকালে শাইখ তাঁর পুত্র শাইখ রশিদুদ্দিনকে অসিয়ত করলেন—'প্রিয় পুত্র, যুবরাজকে ইসলাম গ্রহণ করানোর সৌভাগ্য আমার হবে না। হয়তো এটা তোমার সৌভাগ্যেই আছে। যখন তুমি জানতে পারবে তৈমুর সিংহাসনের মালিক হয়েছে, তখন তার সাথে সাক্ষাৎ করে আমার সাথে ঘটা কাহিনিটি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ো।'

এই বর্ণনা তুর্কি ও আরনল্ডের সূত্রে একইভাবে আছে। উভয় বর্ণনায় আরও উল্লেখ আছে, যখন শাইখ রশিদুদ্দিন তুঘলক তৈমুরের সিংহাসনে আরোহণের সংবাদ পেলেন, তিনি তার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। কিন্তু তিনি সাক্ষাতের সুযোগ পেলেন না। ব্যর্থ হয়ে তিনি রাজপ্রাসাদের কাছাকাছি এক জায়গায় অবস্থান নিলেন এবং আল্লাহর ইবাদত শুরু করলেন। নামাজের সময় হলে তিনি আজান দিয়ে নামাজ পড়তেন। একদিন ফজরের আজান রাজার কানে গিয়ে পৌঁছায়। রাজা তার চাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এ কীসের আওয়াজ?' কর্মচারীরা খবর দিলো, প্রাসাদের কাছে এক ব্যক্তি অবস্থান করছেন, উক্ত আওয়াজটি তিনি করেন এবং তারপর এক ধরনের আচার-অনুষ্ঠান করেন। রাজা শাইখকে তলব করলেন এবং তার পরিচয় এবং যে শব্দ (আজান) তিনি করেন, তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন।

শাইখ রশিদুদ্দিন জবাবে বললেন—'আপনার কি মনে পড়ে, একদা শিকারে বের হলে একজন পারসিক আলিমের সাথে আপনার কথোপকথন হয়?' তখন রাজার পুরোনো ঘটনাটি মনে পড়ে যায়। তখন শাইখ রশিদুদ্দিন বললেন—'আমি আপনার কাছে সাক্ষ্য দিতে এসেছি যে, আমার পিতা শাইখ জামালুদ্দিন বিশ্বাস নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।' সাথে সাথে রাজা ঘোষণা দিলেন—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই)।' এই বর্ণনাও আরনল্ড, তুর্কি ও পারস্য উৎসসমূহে সমানভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

ইসলামের মৌখিক ঘোষণা দেওয়ার পর রাজা তার বিশ্বস্ত ও নেতৃস্থানীয় সভাসদকে ডাকলেন। তাকে গোপনে খবর দিলেন—'আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, এ ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?' তিনি জবাব দিলেন—'আমি ইতোমধ্যে মুসলিম হয়েছি। অনেক দিন ধরে মুসলিম হলেও আপনার ভয়ে প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করিনি।' অতঃপর রাজার পরিবার ও গোত্রের সব সদস্য ইসলাম গ্রহণ করেন।

দাওয়াহর শর্তাবলি

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি, কুরআন শুধু শুধু 'একটি ভালো গাছ' উপমাটি ব্যবহার করেনি। কুরআনের কোনো একটি অভিব্যক্তিও তার সামগ্রিক বার্তার সাথে অপ্রাসঙ্গিক নয়। দাওয়াহর সফলতার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, তাকে ভালো হতে হবে। শুধু তখনই তার ফল আশা করা যায়।

ভালো হওয়া ছাড়াও গাছটি ইসলামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেমন—এর মূল তথা শেকড় মজবুতভাবে স্থাপিত এবং এর শাখা আকাশে প্রসারিত। ইসলামের ইতিহাস পড়ে যে কেউ জানতে পারেন—ইসলামের যাত্রা শুরু হয় কত দুর্বল অবস্থায়, কীভাবে তা ক্রমান্বয়ে শক্তিশালী হয়ে পৃথিবীর আনাচেকানাচে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের বিস্তারকে যথাযথভাবেই একটি গাছের উপমায় পেশ করা হয়েছে, যার শাখা-প্রশাখাগুলো আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

কুরআনের নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে বলা হয়—'তার প্রভুর নির্দেশে' গাছটি কুরআনের অলৌকিকত্ব ধারণ করেছে, তা আল্লাহর হুকুমে সব ঋতুতে ফল দিয়ে থাকে। সুতরাং এটি শুধু ভালো গাছই নয়; বরং একটি অমর গাছও বটে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে তার কোনো পরিবর্তন হয় না। অনেক গাছই তো পশু বিনষ্ট করে ফেলে অথবা মালিক দ্বারা কর্তিত হয়।

কুরআনের আয়াতটি ইসলামের আয়তন সম্পর্কে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিবরণ প্রদান করে যে—এটি একটি গাছের মতো, যা পৃথিবী থেকে উত্থিত হয় এবং আকাশে গিয়ে পৌঁছায়। পার্থিব দৃষ্টিতে আল্লাহর হুকুমে এ অবস্থা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য।

উল্লেখ করার মতো যে, ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছে বেশিদিন হয়নি। সে সময় এটা অকল্পনীয় ছিল যে, একদিন তাদেরই রাজধানী লন্ডন ও তার আশেপাশে ইসলাম শেখার জন্য কেন্দ্র গড়ে উঠবে। তখন কেউ চিন্তাও করতে পারেনি ইসলামের বার্তা ব্রিটেনে এভাবে প্রসার লাভ করবে। এমন এক সময় ছিল, যখন খ্রিষ্টান মিশনারিরা সমগ্র ভারতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা তদানীন্তন ব্রিটিশ শাসকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল যে, যিশুখ্রিষ্ট ইন্ডিয়াকে তাদের কাছে পেশ করেছে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের জন্য। যার ফলে গুরুতর আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল, বিশালসংখ্যক দুর্বল মুসলিমরা ধর্মত্যাগ করবে। এই

হুমকি মোকাবিলায় মাওলানা রাহমাতুল্লাহ কিরানভি রহ. *ইজহারুল হক* নামে একটি মূল্যবান বই লেখেন। আগ্রাতে তাঁর ও রেভারেন্ড ফ্যান্ডারের মধ্যে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যান্ডার অপমানজনক পরাজয়বরণ করে। আবার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী মুঙ্গেরি নাদওয়া আন্দোলন শুরু করেন। আমি খুব ভালো করেই জানি, মিশনারি কার্যক্রম বা দিনগুলো ভারতীয় মুসলিমদের জন্য গুরুতর পরিণতির কারণ ছিল, যা নাদওয়াতুল উলামা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের পথ দেখিয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান মুসলিম আলিম ও দাঈ তৈরি এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে কাজ করে, যারা অন্য ধর্ম সম্পর্কেও হয় দক্ষ। এমনকি তারা পাশ্চাত্য ভাষা বিশেষত ইংরেজি, ইতিহাস ও ভূগোলে দক্ষ হয়। এসকল আলিম ও দাঈ নতুন প্রজন্মকে তাদের ভাষায় এবং মুসলিম কমিউনিটিকে সামসময়িক বিষয়ে পথনির্দেশ করতে পারে।

কুরআনের দাবি, আল্লাহর হুকুমে এই গাছ প্রতিটি ঋতুতে ফল দেবে; তা আজ বেশ স্পষ্ট। সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সা. আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক মতাদর্শগত বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে থাকা এবং দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে গাছটি রোপণ করেছিলেন। যেহেতু এর শেকড় মজবুতভাবে স্থাপিত এবং এর শাখাগুলো আকাশে বিস্তৃত, সেহেতু ইসলাম আজ পৃথিবীর সকল অংশে পৌঁছে গেছে। এর বিস্তার ও বিজয় বহু রাজবংশকে ইসলামের ছায়ায় আনয়ন করেছে। এর বিকাশ বহু বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক খানকা নির্মাণ করেছে। এর তারবিয়াতে বহু পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, বিশেষজ্ঞের জন্ম দিয়েছে এবং তারা প্রতিটি বিষয়ে অসংখ্য-অগণিত রচনা পৃথিবীবাসীকে উপহার দিয়েছে। এমনকি মুসলিমদের দ্বারা আবিষ্কৃত ও রচিত উপকরণের একটি সর্বাঙ্গীণ গ্রন্থপরিচয় সংকলন করা কঠিন। এভাবে আরব উপদ্বীপে যে ভালো কথাটি প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল তা ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত ও অনুরণিত হয়ে ফল দিয়ে যাচ্ছে একটি উৎকৃষ্ট গাছের মতো।

দাওয়াহর চ্যালেঞ্জসমূহ

যেহেতু আজকের সম্মেলনে উচ্চশিক্ষিত ও চিন্তাবিদগণ উপস্থিত আছেন—এ বিষয়ে আর বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। উপসংহারে আমি কিছু মৌলিক পূর্বশর্ত বর্ণনা করতে চাই, যা দাওয়াহর সফলতার জন্য প্রয়োজন।

প্রথমত : একজন দাঈকে মানুষের মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হওয়া ও তাদের ভাষার ওপর দক্ষতা অর্জন করা উচিত। দাওয়াহর ক্ষেত্রে ভাষার দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন ইসলামকে সর্বোত্তম ভাষাগত নৈপুণ্যের সাথে উপস্থাপনার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এজন্য সংস্থাটি কৃতিত্বের হকদার। বিশুদ্ধ ইংরেজিতে এর মানসম্পন্ন ইসলামি প্রকাশনা ইসলামের বার্তা প্রসারে নিঃসন্দেহে অনেক দূর এগিয়ে যাবে।

শ্রোতাদের মনমেজাজ সম্পর্কে সচেতন থেকে এবং বিচক্ষণতার সাথে দাওয়াহ উত্তমভাবে পেশ করা উচিত। কিছু লোক মনে করে, দাওয়াহ মানে যেকোনোভাবে নিজের মত প্রকাশ করা। কিন্তু ইমাম হাসান বসরি রহ. ও সাইয়েদ আবদুল কাদির জিলানি রহ.-এর খুতবা পড়ার পর যে কেউ বুঝতে পারবেন, তাঁরা নিজেদের কার্যকর উপস্থাপনার প্রতি কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ওই খুতবাগুলো শ্রোতাদের হৃদয়ের বদ্ধ দরজায় সফলভাবে করাঘাত করে। এসব খুতবা ভাষার ওপর তাঁদের উচ্চপর্যায়ের দক্ষতা প্রমাণ করে। হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ও হাসান বসরির ভাষার অলংকার ও বক্তৃতার দক্ষতা প্রায় অনন্য। হাসান বসরি এসব দক্ষতায় হাজ্জাজকে ছাড়িয়ে যাবেন। আলী মুরতাজা রা. ছিলেন নিঃসন্দেহে অলংকারশাস্ত্র ও বাগ্মিতার সর্দার। ইবনুল জাওজিও তাঁর সাহিত্যকর্মে অত্যন্ত উঁচুমানের ভাষাদক্ষতা বজায় রাখেন। আরবি ভাষা ও সাহিত্যের একজন ছাত্র এবং আরবির সেরা সাহিত্যসমূহের সংকলক হিসেবে আমি ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ মুহিউদ্দিন আল আরাবির লেখার সাথে পরিচিত হয়েছি, যার সাহিত্যিক মান অত্যন্ত চমৎকার; যদিও তাদেরকে আরবি ভাষার পণ্ডিত হিসেবে বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু নিজেদের মতামত উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাষার গুরুত্বের ব্যাপারে তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত সচেতন। সাইয়েদ আবদুল কাদির জিলানি আধ্যাত্মিক ও ত্যাগের জীবনযাপন করেন, তারপরও খুতবায় ভাষার সূক্ষ্মতার প্রতি তাঁর দক্ষতা লক্ষ করা যায়। সাধারণভাবে বলতে গেলে, তাঁদের ভাষাগুলো রাজকীয় হুকুম ও সামসময়িক সাহিত্যকর্মের চেয়েও বেশি নির্ভরযোগ্য। কেননা, মানুষ সেগুলোকে বেশি সম্মান করত এবং সর্বাধিক যত্ন ও সাবধানতার সাথে অপরের কাছে বহন করত। সুতরাং এগুলো ওই মহান ব্যক্তিদের মুখনিঃসৃত প্রকৃত শব্দগুলোর প্রতিলিপি। ওই লেখাগুলোর সংগ্রহ পড়লে তাদের বাগ্মিতা, আগুনঝরা ভাষালংকার শক্তি ও ভাষার কার্যকারিতা দেখে পাঠক বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়।

সুতরাং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির পাশাপাশি শক্তিশালী ও কার্যকর ভাষাতত্ত্বেও ভালোভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে আন্তরিকতা ও অন্যদের মধ্যে প্রত্যয় জন্মানোর এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা। যে বিষয়ের সাথে আবেগ-অনুভূতি জড়িত, সে বিষয়ে কেউ যদি তার হৃদয়ের গভীরতা থেকে লেখেন, তবে শ্রোতাদের ওপর তার কাঙ্ক্ষিত প্রভাব পড়বেই।

এই উপাদানগুলোকে সামনে রাখলে বক্তব্য ও লেখালিখি উভয় মাধ্যমেই ফলপ্রসূ দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব। এসব বিষয়ে লক্ষ রাখলে পাশ্চাত্যের পরিবর্তিত সময়ে বিভিন্ন ভাষাভাষীর মাঝে দাওয়াহ ফলপ্রসূ হবে। আল্লাহ তায়ালা দাওয়াহর উত্তম ফল দান করবেন। কেননা, আমাদের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে—ভালো কথা আল্লাহর হুকুমে সব ঋতুতে ফল দান করবে।

অনেকেই বলে থাকেন—'পরিবর্তিত সময়ে ইসলামের বার্তার কোনো কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ, একবিংশ শতাব্দী আসছে চিন্তার সকল ক্ষেত্রে বিজ্ঞান, রাজনীতি ও প্রযুক্তিতে অসাধারণ উন্নতি নিয়ে। সুতরাং দাওয়াহর আর কোনো সুযোগ বাকি নেই।' এই অজুহাতকে আয়াতের 'সবসময় ফল দান করবে' অংশটি পরিষ্কারভাবে প্রত্যাখ্যান করে। কুরআন একটি গুরুত্বপূর্ণ আশ্বাস দিয়েছে যে—ভালো কথা সবসময়ই প্রভাব রাখবে; ভালো ফল দেবে। এভাবেই কুরআন আমাদের পরিষ্কার করে বলছে, যেন আমরা অবশ্যই সর্বাবস্থায় দাওয়াহ অব্যাহত রাখি। এভাবেই কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা অবশ্যম্ভাবী। প্রকাশভঙ্গি كُلَّ حِيْنٍ 'প্রতিটি ঋতুতে' ব্যবহার করে কুরআন জোরালোভাবে দাওয়াহকে সময়ের বন্ধনমুক্ত করে দিয়েছে।

অবশ্যই সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। কারও অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া বা মনে করা উচিত নয় যে, তার মানসিক অথবা ভাষাগত দক্ষতা তার সফলতা বয়ে আনবে। তার সফলতা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। এজন্যই আয়াতে বলা হয়েছে بِإِذْنِ رَبِّهَا 'তার রবের অনুমতিতে'।

উল্লিখিত কুরআনের আয়াত দাওয়াহর একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরে। আমি বিষয়টিকে নিছক একটি সুযোগ বলে চিহ্নিত করব না। কারণ, আমি সুযোগ সৃষ্টি হওয়াতে বিশ্বাস করি না; বরং আমি মনে করি আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনায় সুযোগের সৃষ্টি হয়। আমি যখন আপনাদের সামনে দাঁড়াই, তখন আমার মাথায় কোনো ধারণা বা বিষয়বস্তু ছিল না, যা আমি আপনাদের সামনে

পেশ করব। আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন কারী সাহেবকে (যিনি অনুষ্ঠানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করেছিলেন), এমন যথোপযুক্ত আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করার জন্য। এমন অবস্থা আমি অনুভব করেছি, বিশেষ করে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে, যখন আমার মাথা ছিল শূন্য। প্রোগ্রামের আধিক্যে আবিষ্ট হওয়ার কারণে সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি কী বলব! তখন কারী সাহেবের তিলাওয়াতকৃত আয়াত আমাকে উদ্ধারে এগিয়ে এসেছে। আজকের তিলাওয়াতকৃত আয়াতগুলো এতই সময়োপযোগী, যা আমাকে আজকের বক্তৃতার বিষয়ে পরিষ্কার পথ দেখিয়ে দিয়েছে।

আমি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বিশেষ করে এর ডাইরেক্টর জেনারেল ড. মানাজির আহসানের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ, আমাকে এই সুমহান ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য। আমি এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, প্রকাশনা ও পরিচালনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে যারপরনাই তৃপ্ত। ইসলামের একজন ছাত্র হিসেবে শেষকথা এটাই বলতে চাই, আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকবে—দাওয়াহ বা শিক্ষাকেন্দ্রকে কোনো বিশেষ চিন্তাধারা বা সংগঠনের প্রচারমাধ্যম বানাবেন না। আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং ইসলামকে তার মৌলিকরূপে মানুষের কাছে প্রচার করার আকাঙ্ক্ষা। আল্লাহই তাদের হিদায়াত দেবেন ও অন্যদেরও, যারা ইসলামের দিকে মানুষকে ডেকেছে এবং উপায়-উপকরণ দিয়ে সাহায্য করেছে। সবাইকে আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত করবেন। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক স্বার্থ বা ব্যক্তিত্বের প্রতি অন্ধভক্তি থাকা উচিত নয়। আমাদের অবশ্যই ইসলামকে তার পরিপূর্ণতাসহ ও সত্যের বার্তাবাহক হিসেবে উপস্থাপন করতে হবে। ইসলামে কারও একাধিপত্য নেই। খ্রিষ্টান পরিবেশ ও পাশ্চাত্যের সমাজব্যবস্থায় আমাদের দাওয়াহ হওয়া উচিত যেভাবে কুরআন বলেছে—

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ
لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ﴿۶۴﴾

"(হে নবি,) বলুন—হে কিতাবধারীরা, এসো আমরা এমন এক কথায় (একমত হই), যা আমাদের কাছে অভিন্ন, আমরা উভয়েই আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করব না এবং তাঁর সাথে

> অন্য কিছুকে অংশীদার বানাব না; (সর্বোপরি) আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আমরা আমাদের মাঝেও একে অপরকে প্রভু বলে মেনে নেব না। অতঃপর তারা যদি (এ আহ্বান থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে তাদের বলে দিন—তোমরা সাক্ষী থেকো, আমরা (আল্লাহর সামনে) আনুগত্যের মাথা নত করে দিয়েছি।" সূরা আলে ইমরান : ৬৪

আমি আপনাদের দেওয়া সম্মানের জন্য শুকরিয়া জানাই। আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য জানাই কৃতজ্ঞতা। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।

*****

"দাওয়াহ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই উম্মাহর উদ্দেশ্যের সফলতা, টিকে থাকা ও কালিমার মিশন পূরণের জন্য দাওয়াহ এক অপরিহার্য কাজ...

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমই দাঈ। দাওয়াহ হচ্ছে তার জীবন, যে জীবন নিয়ে সে বসবাস করে...

দাওয়াহর লক্ষ্য কোনো বিতর্কে বিজয়ী হওয়া নয়; নিজে বিজয়ী হয়ে বিরোধীকে স্তব্ধ করে দেওয়া নয়; বরং দাওয়াহর লক্ষ্য হচ্ছে একটি হৃদয়কে, একটি মনকে, প্রকৃতপক্ষে একটি জীবনকে আল্লাহর ওয়াস্তে সক্রিয় করে তোলা।"

অমুসলিম দাওয়াহ্
মুফাক্কিরে ইসলাম ...
191790#1456159-1
R

প্রচ্ছদ প্রকাশন

9 789849 435754